নারায়ণ
সান্যাল
নাকউঁচু
কোনও না-মানুষের নাম নয়

নাকউঁচু

কোনও না-মানুষের নাম নয়

নাকউঁচু

কোনও না-মানুষের নাম নয়

নারায়ণ সান্যাল

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
বইমেলা, ১৯৮৬

প্রকাশক :
শ্রীসুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায় ও গৌতম দাসগুপ্ত

অলঙ্করণ :
গৌতম দাসগুপ্ত

মুদ্রাকর :
কৃষ্ণা রায়
তারা মুদ্রণ
২৫০/এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৭০০০০৬

দাম : ১০ টাকা
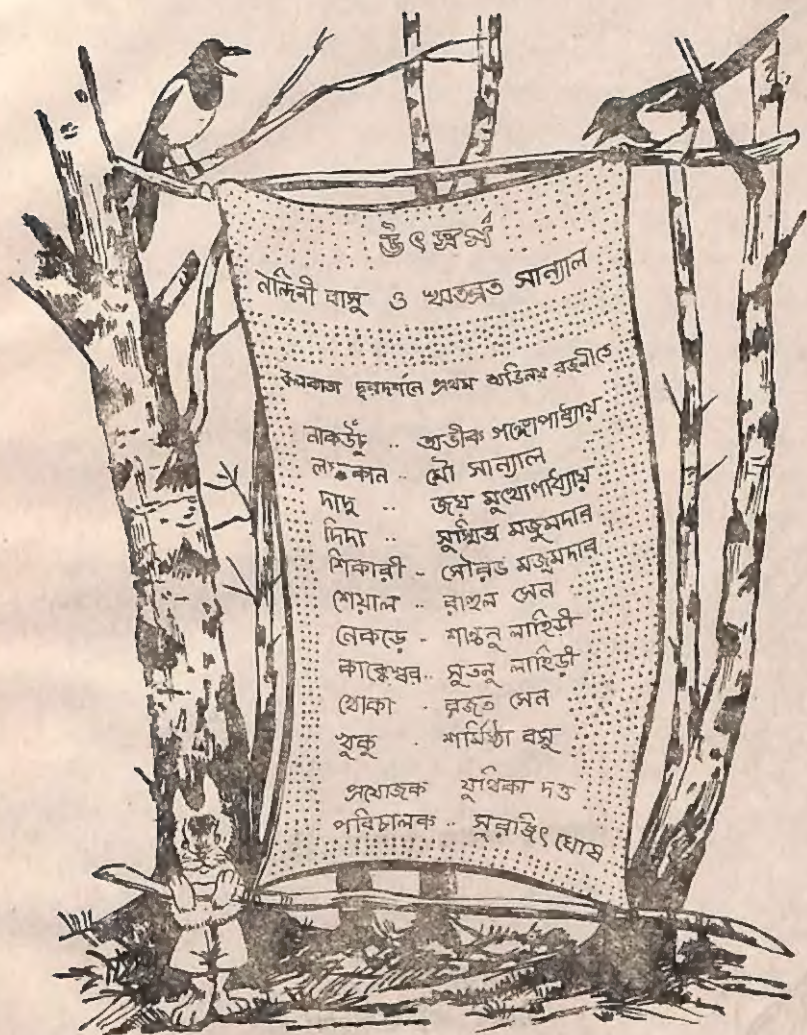
উৎসর্গ
নন্দিনী বাসু ও ঋতব্রত সান্যাল
রূপকাজ ছন্দদর্শনে প্রথম অভিনয় রজনীতে
নাকউঁচু .. অভীক গঙ্গোপাধ্যায়
লম্বকান .. মৌ সান্যাল
দাদু .. জয় মুখোপাধ্যায়
দিদা .. সুস্মিতা মজুমদার
শিকারী - সৌরভ মজুমদার
শেয়াল .. রাহুল সেন
নেকড়ে - শান্তনু লাহিড়ী
কাক্কেশ্বর .. সুতনু লাহিড়ী
খোকা - রজত সেন
খুকু - শর্মিষ্ঠা বসু
প্রযোজক যূথিকা দত্ত
পরিচালক .. সুরজিৎ ঘোষ

লেখকের অন্যান্য ছোটদের বই

* না-মানুষের পাঁচালী
* 'রাস্কেল' একটি না-মানুষের নাম
* কালোকালো
* ডিজ্‌নেল্যাণ্ড
* কিশোর অমনিবাস
* অগ্নিগামি

কৈফিয়ৎ

নাকউঁচু···থুড়ি···'নাকনিচু' হচ্ছে 'না-মানুষ-সিরিজের' তিন নম্বর বই। এটি একটি রাশিয়ান উপকথা অবলম্বনে। মূল রাশিয়ান ভাষায় গল্পটি লিখেছিলেন Sergei Mikhalkov। এটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেছিলেন I. Zhelegnore ; আর তাতে ছবি এঁকেছিলেন E. Rachev। মস্কোর 'ফরেন ল্যাঙ্গোয়েজ পাবলিশিং হাউস' থেকে প্রকাশিত এই বইটি ঘটনাচক্রে আমার হাতে পড়ে ; আর সেটাকেই কিছু অদল-বদল করে তোমাদের হাতে তুলে দিলাম। মূল কাহিনীতে বন্দুক পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছিল দাদু নয়, খোকা-খরগোশ। কিন্তু নাট্য প্রয়োজনার কথা বিবেচনা করে আমি দায়িত্বটা দাদু-খরগোশের ঘাড়ে চাপিয়েছি! পুঁচকে অভিনেতাকে অতবড় দায়িত্ব দিতে আমি বাপু সাহস পাইনি। তাছাড়া কাক্কেশ্বর চরিত্রটা রাশিয়ান গল্পে ছিল না। সে যে কোথা থেকে এ-গল্পে উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তা নিশ্চয় তোমাদের জানা আছে—'হ-য-ব-র-ল' গপ্পের কাগেয়াপটি থেকে।

কিশোর পাঠক-পাঠিকাকে যে-কথা বলব বলে এই কৈফিয়তের অবতারণা, সে প্রসঙ্গে আসি। এতদিন আমাদের ধারনা ছিল জীব-জন্তু, পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গেরা নিজেদের মধ্যে কথা বলতে পারে না, ভাব বিনিময় করতে পারে না ; উপকথায় আমরা হাজার-হাজার বছর ধরে—পঞ্চতন্ত্র-ঈশপের যুগ থেকে 'ঠাকুরমায়ের ঝুলি'তে—শুনে এসেছি যে, ওরা মানুষের ভাষায় কথা বলে বটে তবে ওসব নেহাৎই ছেলে-ভুলানো গল্প কথা। গত দু-তিন দশক ধরে বিজ্ঞান এ-বিষয়ে আশ্চর্য সব পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জেনেছে যে, না-মানুষেরাও যথেষ্ট পরিমাণে ভাব বিনিময়ে সক্ষম!

একটা উদাহরণ দিই। সানফ্রান্সিসকো ক্রনিক্‌ল্‌স্‌ থেকে গত বছরে প্রকাশিত একটা খবর আক্ষরিক অনুবাদ করে শোনাই :

"লস্‌ অ্যাঞ্জেলেস (এ. পি)—বাঁদরের চিৎকার বা কিচিমিচি সাধারণ মানুষের কাছে নিরর্থক মনে হলেও জীববিজ্ঞানীরা সম্প্রতি মনে করছেন তার ভিতর রীতিমত ব্যাকরণ আর বাক্যবিন্যাস আছে। বানরেরা অর্থবহ শব্দ করতে সক্ষম।···বানর-বিশেষজ্ঞরা এখন মনে করেন, বানরেরা শব্দের ব্যবহার জানে, এবং ওরা মানুষের যত

কাছাকাছি বলে মনে করা হত তারচেয়ে বেশি কাছে। (Possess the ability to learn correct word usage and some think this skill indicates that the primates are much closer to humans than previously thought). বিজ্ঞানী রবার্ট সেকার্থ এবং তাঁর স্ত্রী ডরোথী দীর্ঘ গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বানরেরা বিভিন্ন শব্দের মাধ্যমে তাদের বক্তব্য বোঝাতে সক্ষম। নিউইয়র্ক জুয়োলজিক্যাল সোসাইটির জীববিজ্ঞানী টম স্ত্রুশাকার অন্তত তিনটি বিভিন্ন ধ্বনি সনাক্ত করতে পেরেছেন। আফ্রিকার অরণ্যে তাঁরা বানরদের ঐ তিন জাতের কিচিরমিচির টেপ-রেকর্ড করে ফেলেন। তিনটিই ভীত আর্তনাদ—প্রথমটি বাঘ দেখে, দ্বিতীয়টি ঈগল পাখি দেখে, তৃতীয়টি সাপের সন্ধান পেয়ে।

চিড়িয়াখানায় বন্দী বানরদের ঐ তিনজাতের আর্তনাদ বারেবারে শুনিয়ে ওঁরা একই জাতের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলেন। 'বাঘ-দেখা' কিচির-মিচির শুনলেই চিড়িয়াখানার বন্দী বানরেরা গাছে উঠে পড়ে ; 'ঈগল-দেখা' আর্তনাদে ওরা আকাশের দিকে তাকিয়ে শত্রুকে খোঁজে, বাচ্চাদের বুকে টেনে নিয়ে আড়াল করে। আর 'সাপ-দেখা' কিচির-মিচির শুনে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে মাটিতে সাপ খুঁজতে থাকে। বারে-বারে একই প্রতিক্রিয়া হতে দেখে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বানরদের কিচির-মিচির অর্থবহ !"

আমেরিকায় আর এক বিজ্ঞানীদম্পতি একটি শিম্পাঞ্জীকে মূকবধিরদের ভাষা (Amelsan) শিখিয়েছেন। শিম্পাঞ্জীটার নাম 'ওয়াশোয়ী।' মূকবধিরদের ভাষার কথা তোমরা নিশ্চয় জানো—'কোশিশ্' ছায়াছবিতে সঞ্জীব আর জয়া ভাদুরীর অভিনয় হয়তো দেখে থাকবে। শিম্পাঞ্জীর কণ্ঠনালী যেহেতু শব্দ-উচ্চারণের উপযুক্ত নয়, তাই গার্ডনার-দম্পতি ওদের ঐ মূকবধির-ভাষা শেখাতে শুরু করলেন।

'ওয়াশোয়ী' একটি মাদী শিম্পাঞ্জী। আফ্রিকার গভীর অরণ্যে সে যখন ধরা পড়ে তখন তার বয়স মাত্র এক বছর। তাকে নিয়ে গার্ডনার-দম্পতি যখন কাজ শুরু করেন তখন একটি সদ্যোজাত মানবশিশুও ওঁদের হেপাজতে এসে পড়ে।

সে বেচারাও জন্ম থেকে মূখ-বধির। দুজনের শিক্ষাই একই সঙ্গে শুরু হল। সকলেই আশা করেছিল, কিছু দিনের মধ্যেই মানবশিশুর কাছে শিম্পাঞ্জী-তনয় হেরে ভূত হয়ে যাবে। অর্থাৎ মানবশিশু যে-হারে হাত-পা নেড়ে 'অ্যামেস্লান' ভাষায় কথা বলবে, শিম্পাঞ্জী-তনয় সে-হারে শিখবে না। বাস্তবে কিন্তু তা হয়নি। ওয়াশোয়ী মানবশিশুর সঙ্গে একই সময়ে দুটি শব্দ একত্র করে বাক্য রচনা করতে শিখল। তার প্রথম রচিত বাক্য দুটি—'সন্দেশ দাও' (Gimme sweet) এবং 'বাইরে যাব' (Come open)। তিন-বছর 'ইস্কুলে' পড়ে ওয়াশোয়ী শিখেছিল ১৬০টি ইঙ্গিত-শব্দ। সেগুলি দিয়ে সে দুই শব্দের ২৯৪টি এবং তিন শব্দের ২৪৫টি বাক্য রচনা করতে পারত! পরে ঐ ওয়াশোয়ীকে ওক্লাহামায় একটি বানর-গবেষণা কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম প্রথম ওয়াশোয়ী মনমরা হয়ে থাকত ; কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল ঐ গবেষণা-কেন্দ্রের অধিকাংশ বানরই মূকবধিরদের ভাষাটা দিব্যি শিখে ফেলেছে! নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ পত্রিকা তাঁদের একজন সাংবাদিককে পাঠালেন ওয়াশোয়ীর 'ইন্টারভিয়ু' নিতে! ঐ সাংবাদিক মূকবধির ভাষা জানতেন। দুজনে অনেক কথা বলাবলি করলেন। সাংবাদিক লিখেছিলেন, "অনেক-অনেক মূকবধিরের ইন্টারভিয়ু আমি নিয়েছি। এবারও নিচ্ছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল—আরে! যার ইন্টারভিয়ু নিচ্ছি সে তো মানুষ নয়, সে যে ভিন্ন প্রজাতির না-মানুষ!"

সবচেয়ে মজার কথা—ওয়াশোয়ী নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে খিস্তি-খেউর পর্যন্ত শিখে ফেলেছিল। যেমন শিক্ষক ওকে 'ময়লা' বা 'নোংরা' কথাটা শিখিয়েছিলেন। যাতে ওর খাঁচাটা সাফা রাখা যায়। 'হিসি' পেলে বা 'পটি'তে যাবার প্রয়োজনে সে রক্ষককে সে-কথা হাত-পা নেড়ে বলত। একদিন হয়েছে কি, ওর রক্ষক জ্যাক অদূরে কী একটা কাজ করছে। ওয়াশোয়ী ওর কাছে খাবার জল চেয়েছে। হয় জ্যাক শুনতে পায়নি অথবা বুঝতে পারেনি, কিম্বা ভেবেছিল হাতের কাজটা সেরে ওকে খাবার জল দেবে। রেগেমেগে ওয়াশোয়ী এবার বললে, 'ও হে নোংরা জ্যাক! আমাকে জল দাও! (Dirty Jack! Gimme drink)।

তোমরা নিশ্চয় স্বীকার করবে 'জ্যাক'-এর 'বিশেষণ' হিসাবে, 'নোংরা' শব্দটার ব্যবহার একটা বিচিত্র ভাষার কেরামতি। এ গালাগালিটাও কেউ ওকে শেখায়নি ; এ ওর নিজস্ব আবিষ্কার! আর একটি অ্যামেস্লান-শিক্ষিত মাদা শিম্পাঞ্জী, 'লানা' একবার ক্ষেপে গিয়ে তার শিক্ষককে গাল পেড়েছিল, "You green shit !"

এ খিস্তিটা বাংলায় ব্যবহার হয় না। কিন্তু লানা তো ইংরাজি জানতো না। সে কেমন করে বুঝে নিল কোন একজন মানুষকে 'টয়লেটের নোংরা' বলে অভিহিত করলে তার মনের ঝাল মিটবে! তাও শুধু 'shit' নয় ; 'green shit'! বিশেষণ-বিভূষিত খিস্তি! বাঙলায় ভাবানুবাদে : 'ষাঁড়ের গোবর!'

ডলফিন নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে তা আরও বিস্ময়কর।

সে-সব কথা বলতে গেলে আর একখানা গোটা বই লিখতে হয়। লিখতে হয় নয়, লিখছি! কবে ছাপা হবে বলতে পারি না। মোটকথা না-মানুষরা যতটা বোকা, যতটা মূক বলে আমরা ভাবি আসলে তারা মোটেই তা নয়!

ধান ভান্‌তে এই শিবের গীত গাইছি একটি বিশেষ কারণে। কিশোরবয়স্ক পাঠক-পাঠিকাকে জানাতে যে, এ-কাহিনীতে যেমন নাকউঁচুকে স্বার্থপর, কাক্কেশ্বরকে ফন্দিবাজ, নেকড়েকে বোকা, দাদুকে বুদ্ধিমান দেখানো হয়েছে না-মানুষেরা অনেকটা সেই রকমও হতে পারে। একই প্রজাতির মধ্যে বুদ্ধিমান আর বোকা থাকতে পারে। এ নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থটি লেখা শেষ হলে তোমরা তা জানতে পারবে। Animal Behavior এবং Animal Intelligence-এর উপর সহজবোধ্য কিন্তু ইংরাজি বইও আছে, পড়ে দেখতে পার। আর তোমাদের অনুরোধ করব—ছোটদের এই নাকনিচুর গল্পটা শোনাবার পর এ তত্ত্বটা নিয়ে কিছু আলোচনা কর ; যাতে ওরা না-মানুষদের ভালবাসতে শেখে! না হলে শুধুমাত্র শিকার কাহিনী পড়ে পড়ে ওদের ধারণা হবে—জীবজন্তু-না-মানুষরা আছে শুধু এয়ারগানের শিকার হতে।

॥ প্রথম দৃশ্য ॥

—অরণ্য—

[মঞ্চের ডানদিকে অরণ্য, বাঁ দিকে শেয়ালের বাড়ি। অরণ্য অংশে তিন চারটি কার্ড-বোর্ডের গাছ। একটি গাছের গুঁড়ি দিয়ে বানানো বেঞ্চি। বাঁ-দিকে শেয়ালের বাড়ি। সেখানে একটি খাট, বিছানা পাতা। পিছনে টেবিল, টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প। উপরে দেওয়ালে বড় বড় ছুটি শেয়ালের ছবি। তার পাশে জানলা ও ভিতরে যাবার দরজা।

মঞ্চের মাঝামাঝি শেয়ালের-বাড়িতে ঢোকার একটি দরজার প্রতীক—তিনকাঠের ফ্রেম। পাল্লা নেই। সেটা শেয়াল-বাড়ির সদর দরজা। ফ্রেমের গায়ে একটা পিচ্‌বোর্ডের সাইনবোর্ড বা নেমপ্লেট টাঙানো; কিন্তু পেরেক থেকে দর্শকদের উল্টো-দিকে মুখ করে ঝোলানোতে সাইন-বোর্ডটা পড়া যাচ্ছে না।

অরণ্য-অংশে যখন অভিনয় হবে তখন অভিনেতাটা বস্তুত শেয়াল-বাড়ির অবস্থিতির কথা ভ্রূক্ষেপ করবে না। যেন সেটা নেই।

শেয়াল-বাড়ির বিপরীত দিক থেকে শেয়ালের প্রবেশ]

শেয়াল ॥ কাল থেকে না খেয়ে আছি। এ জঙ্গলে কি একটা নেংটি ইঁদুরও নেই ?···না ! আছে ! অনেক-অনেক খরগোশ আছে এ জঙ্গলে। তুল্‌তুলে মাংস ! কিন্তু বেটারা ভা-রী শেয়ানা ! খুট্‌-খুট্‌ করে আসে আর সুট্‌-সুট্‌ করে পালায়। আর সবচেয়ে ধড়িবাজ ঐ নাকউঁচু খরগোশটা।···ঐ তো ! চার-চারটে খরগোশ ! বাঃ ! এদিক পানেই আসছে ! একটু আড়ালে যাই। ধরতেই হবে !

[শেয়াল গাছের আড়ালে লুকায়। একদিক দিয়ে নাকউঁচু আর তার বউ লম্বাকান এবং বিপরীত দিক দিয়ে দাদু ও দিদা খরগোশের প্রবেশ]

লম্বাকান ॥ এই যে, দাদু-দিদাও আজ এদিকপানে চরতে এসেছেন দেখছি। তারপর ? কী খবর ?

দিদা ॥ আর খবর ! খবর মোটেই ভাল নয় নাতিবৌ। সারা জঙ্গলেই আজ কেমন যেন শেয়াল-শেয়াল গন্ধ !

দাদু ॥ তাছাড়া শুনলাম আজ নাকি একটা বজ্জাত শিকারীও এসে জুটেছে এ জঙ্গলে !

নাকউঁচু ॥ অত যদি ভয়, তাহলে দিনরাত গর্তের ভিতর থাকলেই পারেন ?

দিদা ॥ পেট যে মানে না নাকউঁচু। তাছাড়া বাপ-মা-হারা নাতি-নাতনিদুটোকেও তো না-মানুষ করে তুলতে হবে। ছেলেটা গেল শেয়ালের পেটে, ব্যাটার বৌটাকে ধরল নেকড়েয়। সবই তো জান।

দাদু ॥ আচ্ছা নাকউঁচু, তুমি দিনরাত তোমার নাকটা অমন উঁচু করে রাখ কেন বলতো ?

নাকউঁচু ॥ কেন ? তাতে কী হয় ?

দাদু ॥ শেয়ালে তোমার উঁচু নাকটা দেখে ফেলতে পারে !

শেয়াল ॥ [গাছের আড়াল থেকে মুখ বার করে] ধরতেই হবে ! চার-চারটে নধর খরগোশ !

নাকউঁচু ॥ ফুঃ ! আমাকে দৌড়ে ধরবে এমন শেয়াল এখনো তার মায়ের পেটে !

শেয়াল ॥ [এক লাফে সামনে এসে] বটে !! তবে ছ্যাখ্ এবার !

[চারজন খরগোশই ভয়ে হতভম্ব ! তারা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে ! দৌড়ে পালানোর কথাও যেন ভুলে গেছে ।]

কইরে নাকউঁচু ? তোর শেয়াল-মামা নাকি এখনো তোর দিদার পেটে ? আয়, একটু মামা-ভাগ্নেয় কোলাকুলি করি ?

[দাদু-দিদা পিছু হটছে ; লম্বাকান মাটিতে বসে পড়েছে । নাকউঁচু স্ট্যাচু ।]

থর-থর করে কাঁপছিস্ কেনরে ? নে ছোট্ এবার···দেখি, কেমন দৌড়ে পালাতে পারিস ! ওয়ান···টু···থ্রি !

['থ্রি'-বলার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে বন্দুকের ফায়ারিং-এর শব্দ । তৎক্ষণাৎ নাকউঁচু বসে পড়বে । গুলি শেয়ালের কানে লেগেছে ! কানটা ছিট্‌কে মাটিতে পড়ে । মুহূর্তে শেয়াল আর চার খরগোশ যে যেদিকে পারে ছুটে পালায় । শিকারীর প্রবেশ । পরনে খাকি হাফ-প্যান্ট আর সার্ট । কাঁধে বাইনোকুলার, ফ্লাস্ক । হাতে বন্দুক ।

শিকারী ॥ [গান] হায় হায় হায়রে—

আমি এক ভ্যাবাচ্যাকা শিকারী !
বন্দুক-ঘাড়ে বৃথা জঙ্গলে-জঙ্গলে ফিরি ।
মনে ভাবি, বাঘ মারি···হাতী মারি, ছাগল মারি
গণ্ডার মেরে করি শান্ত এ প্রাণটা !
আসলেতে [হাঁটুতে চাপড় মেরে] মশা মারি

ঘরে ফিরে গুল্ মারি
শেয়ালটা কস্‌কালো, রেখে গেল কানটা ॥

[শেয়ালের কাটা-কানটা তুলে দর্শকদের দেখায়। ফেলে দেয়। হাই তোলে] বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

[মাটিতে বসে, ফ্লাস্ক থেকে জল খায়। আবার গান ধরে]

হায় হায় হায় রে—আমি এক ভ্যাবাচ্যাকা শিকারী
ঘুম পেলে গুঁড়ি মারি (শুয়ে পড়ে)
হাই পেলে তুড়ি মারি,
মনে ভাবি বাঘ মারি—পারি না।
তবু আশা ছাড়ি না ॥

[শিকারী ক্রমে ঘুমিয়ে পড়ে। নাক-ডাকার শব্দ আর ঝিঁঝির ডাক। পা টিপে টিপে নাকউঁচু আর লম্বাকানের প্রবেশ]

লম্বাকান ॥ আবার ওদিকে কোথায় যাচ্ছ? ওদিকে সেই বজ্জাত শেয়ালটা আছে না!

নাকউঁচু ॥ দূর বোকা! দেখ্‌লি না, শেয়ালব্যাটাকে শিকারীটা গুলি করল [মাটি থেকে শেয়ালের কাটা-কানটা তুলে নিয়ে দেখায়] অ্যাই দ্যাখ্! কানকাটা মামার কানটা, দেখেছিস্?

লম্বাকান ॥ [হঠাৎ শিকারীকে দেখতে পেয়ে] ও—মা-গো! ওখানে ওটা কী?

নাকউঁচু ॥ বুঝলি না? সেই শিকারীটা! ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে।

লম্বাকান ॥ আমার···আমার ভীষণ ভয় করছে!

নাকউঁচু ॥ দূর বোকা! ও তো ঘুমাচ্ছে! ভয় কি? এবার দ্যাখ্ কী কাণ্ডটা করি—

লম্বাকান ॥ কী? কী করবে তুমি? [নাকউঁচুর হাত চেপে ধরে]

নাকউঁচু ॥ হাত ছাড়! আমি ওর বন্দুকটা চুরি করব! [হাত ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়]

লম্বাকান ॥ ও—মা-গো! না, না, আমার ভীষণ ভয় করছে কিন্তু!

নাকউঁচু ॥ ভয় করছে তো গর্তে গিয়ে সেঁদো। অ্যা···অ্যা··· অ্যাই! [সন্তর্পণে এগিয়ে এসে বন্দুকটা তুলে নেয়] দেখলি?··· ব্যস্! এখন এ বন্দুক আমার। এখন থেকে আমি এ বনের রাজা!

লম্বাকান ॥ ও—মা-গো। আমার কিন্তু···

নাকউঁচু ॥ ভয় করছে তো? এই ভয় ভয় করেই তুই গেলি! অত ভয় কিসের র‍্যা? নে, চল, এবার কেটে পড়ি। এখনি হয়তো শিকারীটা উঠে পড়বে।

[প্রস্থানোদ্যত। বাতি নিবে যায়]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[একই দৃশ্য। অরণ্য অংশ। শিকারী ইতিমধ্যে উঠে চলে গেছে। শেয়ালের বাড়ির সাইন-বোর্ডটা এবার পড়া যাচ্ছে। লেখা আছে: 'শৃগাল নিকেতন'। কাঠের গুঁড়ির বেঞ্চিতে দাদু-দিদা বসে আছে। দাদু লাঠিটাকে ঠেশান দিয়ে পাশে রেখেছে। খবরের কাগজ পড়ছে। দিদার হাতে নিটিং-এর উল-কাঁটা। সে খোকার জন্য একটা উলের সোয়েটার বুনছে]

দাদু ॥ তুমি যাই বল বড়বৌ, নাকউঁচুর কথাবার্তা আমার কেমন যেন ভাল লাগে না। পাড়াতুতো-সম্পর্কে সে তো আমার নাতি হয়? অথচ আমাকে গ্রাহ্যই করে না।

দিদা ॥ সেটা আমিও লক্ষ্য করেছি। ও বড়দের সম্মান রেখে চলতে জানে না। এক-নম্বর স্বার্থপর! সব সময়েই একটা হাম্-বড়াই ভাব।

দাদু ॥ ছোকরা একটু জোরে ছুটতে পারে বলে ধরাকে সরা জ্ঞান করে।

দিদা ॥ চুপ কর। ওরা দুজন এদিকেই আসছে।

[সামনের উইংস্ দিয়ে বন্দুক-কাঁধে নাকউঁচু আর ভ্যানিটি-ব্যাগ হাতে লম্বাকানের প্রবেশ]

দাদু ॥ এই যে নাকউঁচু! কাল শেয়ালের হাত থেকে খুব বাঁচা গেছে যাহোক।

নাকউঁচু ॥ শেয়াল? ফুঃ! ওসব কানকাট্টা শেয়ালের গপ্পো আমার কাছে করতে এস না দাদু। শেয়াল তো তুচ্ছ, এখন নেকড়েকেও আমি কেয়ার করি না। বুঝলে?

দাদু ॥ কী পাগলের মতো বক্‌ছ নাকউঁচু?

নাকউঁচু ॥ জী নেহি। পাগল নহী! অব্ ম্যয় মহারাজ বন্ গয়া! বুঝলে? এখন থেকে আমি এ বনের মহারাজা!

দিদা ॥ মহারাজা! মানে?

নাকউঁচু ॥ মানে, এইটে [বন্দুক দেখায়]! দেখেছ?

দিদা ॥ ও-মা। তুমি বন্দুক কোথায় পেলে গো?

নাকউঁচু ॥ রাজারা মানিক পায় কোথায় গো?

[খোকা-খরগোশ আর খুকু-খরগোশ ঝোপের আড়াল থেকে জোড়া-পায়ে লাফাতে লাফাতে ঢোকে।]

খোকা ॥ ও-মা, নাকউঁচুদাদা, তুমি বন্দুক কোথায় পেলে?

খুকু ॥ ওটা আমাকে একবার দেখতে দাও-না নাকউঁচু দাদা ?

নাকউঁচু ॥ বাজে বক্‌বক্ করিস্ না। এসব হল গিয়ে কলকব্জার ব্যাপার। যা, পালা।

দাদু ॥ তা সে যেখান থেকেই পাও নাকউঁচু ভাই, তুমি এই বন্দুক দেখিয়ে এ-পাড়া থেকে শেয়ালদের তাড়াতে পারবে তো।

নাকউঁচু ॥ শেয়াল ? ফুঃ ! কানকাট্টা-সেপাই তো ছাড়, এখন বাঘ-সিংহও এ শর্মাকে দেখলে ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে। নাহলেই—গুড়ুম্ !

দিদা ॥ বেঁচে থাক নাকউঁচু। আমরা সবাই এবার থেকে তোমার গর্তের কাছাকাছিই থাকব।

লম্বাকান ॥ নিশ্চয় ! নিশ্চয় !

নাকউঁচু ॥ [স্বগতঃ] কী পাগল সব ! [দিদাকে] গর্ত ? গর্ত আবার কোথায় দেখলে দিদা ?

দিদা ॥ বাঃ ! যে গর্তটায় তুমি আর লম্বাকান চিরটাকাল···

নাকউঁচু ॥ দূর ! ও গর্তে এখন আর আমরা থাকব নাকি ? এ খরগোশ-পাড়াতেই থাকব না।

দিদা ॥ তার মানে ? তাহলে কোথায় থাকবে এখন থেকে ?

নাকউঁচু ॥ [হাত তুলে দেখায়] ঐ 'কানকাট্টা-নিকেতনে'। বন্দুক দেখিয়ে আগে মামাটাকে পগার পার করবো। তারপর গ্যাঁট হয়ে বসে থাকব ঐ বাড়িতে।

খোকা-খুকু ॥ কী মজা ! কী মজা ! আমরা সবাই এবার থেকে শেয়ালের বাড়িতে থাকব।

নাকউঁচু ॥ বাজে বক্ বক্ করিস্ না। তোরা কেন থাকবি ? ওখানে তো শুধু আমি থাকব তোদের বৌদিকে নিয়ে।

দিদা ॥ আর আমরা ? আমরা কোথায় থাকব ?

নাকউঁচু॥ যে-গর্তে চিরটাকাল ছিলে। সবাইকে আমি ঠাঁই দেব কেমন করে!

লম্বাকান॥ তা কেন? 'শৃগাল-নিকেতন' তো মস্ত বড় বাড়ি। সবারই ঠাঁই হবে ওখানে।

নাকউঁচু॥ তুমি থামবে লম্বাকান? যা বোঝ না, তা নিয়ে মেলা বক্ বক্ কর না।

খোকা॥ তোমার বাড়িতে আমাদের থাকতে দেবে না নাকউঁচু দাদা?

খুকু আমাদের তাহলে শেয়ালে ধরবে যে?

নাকউঁচু॥ কেন ধরবে? ছুট্‌তে জানিস্ না? কই আমাকে ধরুক দেখি—

দাদু॥ বুঝলাম। বন্দুক হাতে পেয়ে এখন তুমি আমাদের ভুলে গেছ! এই বুড়ো-বুড়ি আর বাচ্চাদের প্রাণ বাঁচাবার কোন গরজই নেই তোমার।

নাকউঁচু॥ দেখ দাদু! স্বার্থপরের মতো কথা বল না। শেয়ালের বাড়ি তো আর গড়ের মাঠ নয়? কতজনকে আর ঠাঁই দিতে পারি, বল? আর দশ-বিশটা খরগোশ যেভাবে বাঁচছে তোমাদেরও সেইভাবে বাঁচতে হবে।

দাদু॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে। ঠিকই বলেছ তুমি। আমি বুড়ো হয়ে গেছি! বড় স্বার্থপর হয়ে গেছি। এস বড়বৌ, আয়রে খোকা-খুকু··· [প্রস্থানোদ্যত]

নাকউঁচু॥ আচ্ছা শোন। বুয়েছ দাদু, আমি প্রথমে শেয়ালের বাড়িটা দখল তো করি, তারপর তুমি না-হয় একদিন আমার দরবারে এত্তালা দিও। দেখি, কী করা যায়।

দাদু॥ তোমার 'দরবারে'?

নাকউঁচু। মানে আমি তো এখন রাজা কি না।

দাদু ॥ শাহ্-য়েন-শাহ্‌র অসীম মেহেরবানী।

[ছদ্মকুর্নিশ করে খোকাখুকু ও দিদাসহ প্রস্থান]

লম্বাকান ॥ ছি, ছি, ছি! ওরা কী ভাবল বল তো?

নাকউঁচু ॥ কী আবার ভাববে? কে কী ভাবছে অত ভাবতে গেলে আমার চলে না।···নাও চল, শেয়ালের বাড়িটা দখল নেওয়া যাক এবার। প্রথমে আমাদের সাবেক গর্ত থেকে মালপত্রগুলো গুছিয়ে নিয়ে আসতে হবে অবশ্য। এস—

লম্বাকান ॥ আমার কিন্তু···

নাকউঁচু ॥ জানি! ভয় করছে! আরে বাপু, আমার হাতে যতক্ষণ এই যন্তরটা আছে···

[কথা বলতে বলতে প্রস্থান। শেয়ালের বাড়ির পিছনের, অর্থাৎ ভিতরের পর্দা সরিয়ে শেয়ালের প্রবেশ। তার বেশ একটু সাজ-গোজ। গলায় ডুগ্‌ডুগি। কবিগানের ভঙ্গিতে সে ডুগ্‌ডুগি বাজাতে বাজাতে মঞ্চের মাঝামাঝি চলে আসবে। কিন্তু আসবে তে-কাঠের দরজাটা দিয়ে]

শেয়াল ॥ [ডুগ্‌ডুগি বাজিয়ে কবিগানের সুরে]

শোন, শোন, শোন সবে, শুন দিয়া মন
শৃগাল-নিকেতনেতে আজ সবার নিমন্ত্রণ!

[গদ্যে] Sorry! না ভাই, তোমাদের সবার নয়। শুধু নেকড়ে-খুড়োর!···কেন? [গান]

শেয়াল-ভায়ার জন্মদিন আজ, তাই তো রে এই ভোজ।
সেন্ট-পাউডার মেখেছি তাই, করেছি সাজ-গোজ।
খামার-বাড়ির হাঁস-মুরগি সামনে যেটাই পাব,
ক্যাঁক্ করে তার মট্‌কাবো ঘাড়, রোস্ট বানিয়ে খাব।
কিম্বা যদি নাকউঁচুটার মুলাকাৎ পাই ফিন্
বানিয়ে কাবাব তাকেই খাব—তা-ধিনা-ধিন্ ধিন্॥

[গদ্যে] আচ্ছা এমন চমৎকার জন্মদিন তো বছরে একবারই আসবে ! সেদিনটাতেও ওরা টপাটপ ধরা দেয় না কেন ?

[গান] এমন দিনে খরগোশেরা দেয় না কেন queue ?

কাকেশ্বর ॥ [নেপথ্য থেকে হেঁড়ে গলায়] Happy birthday to you !

শেয়াল ॥ ক্যা-রে ? কে আমায় 'হ্যাপি-বার্থ-ডে' জানায় আড়াল থেকে ?

কাকেশ্বর ॥ [এক লাফে সামনে এসে] আমি বড়দা ! কাকেশ্বর কুচ্‌কুচে। ঐ মগডালে বসে আঁক কষছিলুম···সাত-হুকুনে কত হয় ?···তা হ্যাঁ বড়দা ! তোমার জন্মোদিনে শুধুমাত্র নেকড়ে-খুড়োর নেমন্তন্ন ? কেন, এই সোনার-চাঁদ ছোট্ট ভাইটা কি বানের জলে ভেসে এস্‌ছে ? অঁ ? ক !

শেয়াল ॥ মেলা 'ক-ক' কপ্‌চাস্‌নে ! আমাদের খাওয়ার পর এঁটো-কাঁটা সব তোকেই তো খেতে দিই। দিই না ?

কাকেশ্বর ॥ হ্যাঁ দাও। তা দাও। নেমকহারামি করব না। কিন্তু কত্তুটুকু মাংস তাতে থাকে বল বড়দা ? সব তো ছিবড়ে আর এঁটো-কাঁটা ! ওয়ান অ্যাণ্ড হাপ্পার্সেণ্ট মাংসও থাকে না হাড্ডিগুলোয় ! নয় কি ?

শেয়াল ॥ তুই ভীষণ লোভী কাকেশ্বর। দিনরাত শুধু খাই-খাই। আচ্ছা, এবার থেকে তোকে দু-একটুক্‌রো মাংসও দেব, শুধু এঁটো-কাঁটা নয়। এবার ঠিকমতো খরগোশের ঝাঁকটার সন্ধান এনে দে দিনি।

কাকেশ্বর ॥ কা-কা-কা ! খাওয়া-খাওয়া-খাওয়া ! এক্ষণি সন্ধান এনে দিচ্ছি ! আমার কিন্তু ফাইভ-পার্সেণ্ট কমিশন চাই ! মিনিমাম্‌ !

[কাকেশ্বর নাচতে নাচতে চলে যাবে হাত-ডানা নাড়তে নাড়তে। শেয়াল তার পাল্লাহীন দরজায় শিকল তুলে দেবার মূকাভিনয় করে চলে যায়। বিপরীত দিক থেকে নাকউঁচু আর লম্বাকানের প্রবেশ। নাকউঁচুর হাতে বন্দুক আর লম্বাকানের একহাতে স্যুটকেশ অপর-হাতে একটা বেতের ঝোলা। নাকউঁচু পাল্লাহীন দরজায় কড়ানাড়ার ভঙ্গি করে]

নাকউঁচু ॥ শেয়ালমামা, শেয়ালমামা, বাড়ি আছো হে ?

[কেউ সাড়া দেয় না]

লম্বাকান ॥ কী দরকার বাপু এসব উটকো ঝামেলায় ? দিব্যি তো ছিলাম খরগোশের গর্তে ! সত্যিকথা বল্‌ব ? আমার বাপু, কেমন যেন···

নাকউঁচু ॥ চোপ ! [আবার কড়া নাড়ে] ও কানকাট্টা মামা ! তোমার ভাগ্যে যে এসে গেল তোমাকে ঘাড় ধরে তাড়াতে ! এস, দরজা খোল [নীরবতা] ও ! বাইরে থেকে শেকল-তোলা দেখছি ! [শিকল খুলে ঘরের ভিতর ঢোকে] আয় লম্বাকান, ভিতরে আয় !

[দুজনে ভিতরে আসে]

[নাকউঁচু ভিতর দিক থেকে দরজায় খিল লাগানোর ভঙ্গি করে] জানলাগুলো ভাল করে খুলে দে তো লম্বাকান। সারা-বাড়িটায় কেমন যেন বিশ্রি শেয়াল-শেয়াল গন্ধ !

লম্বাকান ॥ তা শেয়ালের বাড়িতে শেয়ালের গন্ধ তো থাকবেই !

নাকউঁচু ॥ [ইতিমধ্যে স্যুটকেস্ খুলে দু'খানা বড় খরগোশের ছবি বার করেছে। ছবি টাঙাতে টাঙাতে বলে] শেয়ালের বাড়ি মানে ? এ বাড়ি তো এখন আমার ! দাঁড়া দখলদারিটা পাকা করে আসি, [স্যুটকেস্ থেকে একটি

সারা বাড়িটায় কেমন যেন বিশ্রি শেয়াল-শেয়াল গন্ধ !

ও কানকাটা মামা। তোমার ভাগ্নে যে এসে গেল।
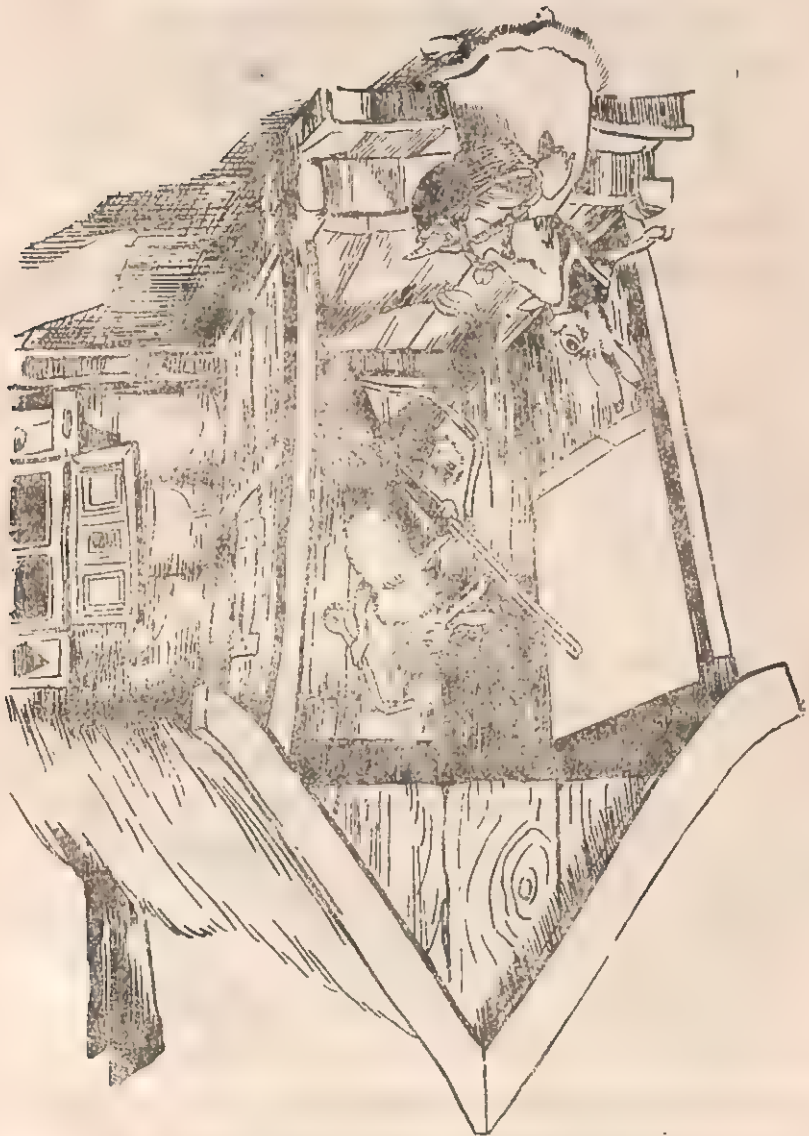
সাইনবোর্ড নিয়ে বাইরে আসে। 'শৃগাল নিকেতন' নেমপ্লেটটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আর হাতের সাইন-বোর্ডটা টাঙিয়ে দেয়। তাতে লেখা 'নাকউঁচু নিকেতন।']
অন্যান্য ঘরের জানলাগুলো খুলে দিয়ে আয়।
[শেয়ালের ছবি দুটি মাটিতে ফেলে দেয়]

লম্বাকান ॥ আর সব ঘর যে তালাবন্ধ।

নাকউঁচু ॥ অ। ঠিক আছে। কানকাট্টা আসুক। তারপর ব্যবস্থা হবে।
[বাইরের উইংস দিয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আর গাইতে-গাইতে শেয়ালের প্রবেশ]

শেয়াল ॥ (সুরে) কিম্বা যদি নাকউঁচুটার মুলাকাৎ পাই ফিন্
বানিয়ে কাবাব তাকেই খাব, তা-ধিনা-ধিন্ ধিন্ ॥
[হঠাৎ সাইন-বোর্ড-এর দিকে নজর পড়ায় থমকে যায়]
আয় বাপ্! ব্যাটার কী দুঃসাহস! কখন চুপিসারে নেমপ্লেটটা পালটে দিয়ে গেছে!
[সাইনবোর্ড টেনে নামায়। ফেলে দেয়। সদরে ধাক্কা দিয়ে] একি! দরজা ভিতর থেকে বন্ধ দেখছি!
[চেঁচিয়ে] কে রে? ভেতরে কে ঢুকেছিস্? বেরিয়ে আয়!
[নাকউঁচু সদর-দরজার খিল খুলে দ্বারের কাছে দাঁড়ায়। বন্দুকটা সে পিছনে লুকিয়েছে। শেয়াল যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না।] তুই? নাকউঁচু! আমার বাড়িতে?

নাকউঁচু ॥ [ওর কণ্ঠস্বর নকল করে] তুই? কানকাট্টা! আমার বাড়িতে?

শেয়াল ॥ [দর্শকদের] ব্যাটা বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে! কাকে কী বলছে জানে না!

লম্বাকান ॥ [উঁকি মেরে] ও-মা-গো ! ওটা কে ?

শেয়াল ॥ [ওদের পথ আড়াল করে] তোদের যম ! স্বেচ্ছায় ফাঁদে পা দিয়েছিস্ ! এখন পালাবি কোথায় ? বাছাধন ?

নাকউঁচু ॥ [লম্বাকানকে] সরে যা ! আমাকে টিপ্ করতে দে !

শেয়াল ॥ আজ তুল্‌তুলে মাংস খাব ! জোড়া খরগোশ !

নাকউঁচু ॥ খাওয়াচ্ছি ! আমার হাতে এটা কী দেখেছিস্ ?
[বন্দুক তুলে দেখায়]।

শেয়াল ॥ [চমকে ওঠে] আয় বাপ্ ॥ ওটা কী রে তোর হাতে ?

নাকউঁচু ॥ দেখে চিনতে পারছিস্ না ? দেগে দেখাব ?

শেয়াল ॥ বন্দুক ! বন্দুক তুই কোথায় পেলি ?

নাকউঁচু ॥ সে খোঁজে তোর কি দরকার ? তুলতুলে মাংস খাবার সাধ হয়েছিল না ? আয়, আরও কাছে আয় ! কানটা তো গেছে, এবার জানটা যাক্।

শেয়াল ॥ না রে নাকউঁচু ! তোর মাংস খাবার কথা বলিনি। সে মানে···ইয়ে [চলতে চলতে] অন্য খরগোশ ! মানে, ···অন্য পাড়ার···আমি বরং যাই !

নাকউঁচু ॥ না দাঁড়া [শেয়াল দাঁড়িয়ে পড়ে] ঐ নেমপ্লেটটা খাটিয়ে দিয়ে যা !

শেয়াল। এই যাঃ ! তা কেমন করে হয় ? এটা হাজার হলেও আমার বাড়ি···

নাকউঁচু ॥ ছিল ! এখন এটা আমার বাড়ি। টাঙিয়ে দে বলছি। নইলে···

শেয়াল ॥ দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি [নেমপ্লেটটা টাঙিয়ে দেয়] কিন্তু··· ইয়ে···আমি তাহলে কোথায় থাকব ?

নাকউঁচু ॥ যেখানে খুশি। গাছতলায় থাকতে পারিস ! না হলে

কোনো ইঁদুরের গর্ত-টর্ত খুঁজে দেখ্ বরং।

শেয়াল ॥ অ্যাই যাঃ! দুষ্টু! তাই কখনো হয়! আমি হলাম গিয়ে শেয়াল। একটা খরগোশের ভয়ে ইঁদুরের গর্তে সেঁদুব?

নাকউঁচু ॥ মেলা বক্‌বক্ করিস্ না। তোর বাড়ির চাবির গোছাটা দে! [শেয়াল ইতস্তত করছে] দে বলছি! আমি তিন গুন্‌ব। ওয়ান···টু···

শেয়াল ॥ অ্যাই যাঃ! দুষ্টু! কী ইয়ার্কি করছিস্! এই নে—
[চাবির গোছা ছুঁড়ে দেয়]
কিন্তু আজ যে আমার জন্মদিন ছিল রে নাকউঁচু!

নাকউঁচু ॥ না কি? Many happy returns!

শেয়াল ॥ না, মানে, ইয়ে···নেকড়ে খুড়োর যে আজ আমার বাড়িতে নিমন্ত্রণ আছে!

নাকউঁচু ॥ কী দুঃখের কথা! তাকে বলে আয়—নেমন্তন্ন ক্যানসেল্‌ড্! [শেয়াল মর্মাহত হয়ে চলে যেতে থাকে। হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দাঁত খিঁচিয়ে আক্রমণের ভঙ্গি করে। নাকউঁচু তৎক্ষণাৎ বন্দুক তোলে] অ্যাই যাঃ। দুষ্টু! বারে বারে বন্দুক তুলিস্ কেন র‍্যা? [প্রস্থান]
[নাকউঁচু চাবির গোছাটা তুলে নেয়। শেয়ালের ছবি ছুটোও।] চল, এবার অন্যান্য ঘরগুলোর দখল নিতে হবে। [উভয়ের পিছনের দ্বার দিয়ে প্রস্থান]
[বাইরের দিক থেকে দাদু-দিদা আর খোকাখুকুর প্রবেশ]

খোকা ॥ ঐ তো নাম লেখা আছেঃ 'নাকউঁচু-নিকেতন।' এই বাড়িটাই—

দাদু ॥ দাঁড়া! এটা ধূর্ত শেয়ালের একটা চালাকিও হতে পারে। হয়তো সাইনবোর্ড টাঙিয়ে আমাদের ফাঁদে ফেলতে চায়!

[সদর-দরজার কাছে এসে শোঁকে] নাঃ। শেয়ালের গন্ধ নেই। খরগোশী খুস্‌বু। আয় তোরা।

[সদরে কড়া নাড়ে। ভিতর থেকে লম্বাকান ও নাকউঁচু শয়নকক্ষে আসে]

লম্বাকান ॥ কে? কে কড়া নাড়ছে?

দিদা ॥ ভয় নেই লম্বাকান। আমরা। [লম্বাকান দরজা খুলে দেয়। সকলে ঘুরে ফিরে বাড়িটা দেখে। সবাই মঞ্চের মাঝামাঝি অভিনয়াংশে বেরিয়ে আসে।]

দাদু। শেয়ালের বাড়ির ভিতরটা আগে কখনো দেখিনি। বেশ বড় বাড়ি।

নাকউঁচু ॥ হ্যাঁ। চলে যাবে কষ্টেসৃষ্টে। তিনটে বেডরুম উইথ্‌ অ্যাটাচড্‌ বাথ। একটা গেস্টরুম। একটা ড্রইং-কাম-ডাইনিং-হল। এছাড়া রান্না-ভাঁড়ার তো আছেই।

দিদা ॥ তোমরা দু-জন বরং ঐ বড় মাস্টার্স বেড-রুমটায় থাক। বাকি ঘরগুলোয় বিশ-ত্রিশটা খরগোশ দিব্যি থাকতে পারবে।

লম্বাকান ॥ তা তো বটেই। বলতে গেলে গোটা খরগোশ-পাড়ার সকলেরই…

নাকউঁচু ॥ বাজে বক্‌বক্‌ কর না তো! আণ্ডা-বাচ্চা নিয়ে সবাই এক্ষুণি এসে জুটবে। ঘর-দোর নোংরা করবে। সে সব সাফা করবে কে? ওসব ঝুট-ঝামেলা আমার আবার সইবে না বাপু।

দিদা ॥ তবে কি শুধু আমরাই কজন…

নাকউঁচু ॥ 'ক-জন' নয়, লম্বকর্ণ। 'দু-জন'!

দাদু ॥ বুঝেছি! তাহলে মিথ্যা আশা দিয়ে আমাকে আসতে বলেছিলে কেন নাকউঁচু?

নাকউঁচু ॥ মিথ্যে আশা দিয়ে ? কবে ? কী বলেছিলাম ?

দিদা ॥ তুমি সকালবেলায় বল্‌লে না—আগে শেয়ালের বাড়িটা দখল করে নিই, তখন আমার দরবারে এত্তেলা দেবেন ?

লম্বাকান ॥ [নাকউঁচুকে] আমি একটা কথা বলব ?

নাকউঁচু ॥ [লম্বাকানকে] না ! বলবে না ! [দাদুকে] অ ! বলেছিলুম বুঝি ? তা ঠিক আছে,—রাজার বিচারে ভুল হয় না। ঠিক আছে—ফেলো কড়ি, মাখো তেল। তুমি দাদু, একটা কাজ যদি করে দাও তাহলে তার প্রতিদানে …[মাঝপথেই থেমে যায়। দাদু-দিদা কথাটা কী-ভাবে নিচ্ছে লক্ষ্য করে]

দিদা ॥ ঠিক আছে ভাই। গরজ বড় বালাই। আগে শুনে দেখি, বুড়োটাকে রোজ কী করতে হবে।

নাকউঁচু ॥ ইয়ে…আমার বাজারটা। এখন তো নিজে হাতে বাজার করা আর আমার পক্ষে ভাল দেখায় না। তাই দাদু যদি রোজ সকালে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টাট্‌কা মটরশুটি, হল তো কিছু গাজর, পালং শাক…

দিদা ॥ তার মানে দাদু যদি তোমার বাজার-সরকার হতে রাজি হয় !

নাকউঁচু ॥ ছিঃ ! দিদা ! অমন করে বলতে হয় ? বাজার সরকারকে পয়সা দিয়ে বাজারে পাঠাতে হয়। আমি কি তেমন করে দাদুর হাতে পয়সা দিতে পারি ?

দিদা ॥ তাহলে ? তুমিই তো বল্‌লে—'বাজার করা'।

নাকউঁচু ॥ না, মানে, ঠিক 'বাজার করা' নয়। পয়সা দিয়ে কেনার কথা আমি বলিনি। তোমরা তো নিজেদের জন্যে করতে যাবেই। ঐ সঙ্গে আমাদের খাবারটুকু যদি…তবে আমার বাপু টাট্‌কা সব্জি-ছাড়া মুখে রোচে না।

দাদু ॥ বুঝেছি। এস গো। এখানে অহেতুক সময় নষ্ট করে কী লাভ ?

দিদা ॥ যাচ্ছি। তবে শেষটুকু বুঝে যাই [নাকউঁচুকে] তুমি মোটমাট বল্‌তে চাইছ যে, রোজ সকালে যদি আমরা তোমাদের দুজনের মতো শাকসব্‌জি ভেট দিই, তাহলে আমাদের চারজনকে এখানে থাকতে দেবে, এই তো ?

লম্বাকান ॥ আমি একটা কথা বল্‌ব ?

নাকউঁচু ॥ [লম্বাকানের দিকে একটা হাত বাড়িয়ে থামতে বলে। দিদাকে বলে] তুমি কিছুই বোঝনি দিদা। তোমাদের এ বাড়িতে থাকতে দেবার কথা আমি একবারও বলেছি ? আমি বলতে চাই—আমাদের দুজনের মতো টাট্‌কা শাকসব্‌জি যদি তোমরা রোজ পৌঁছে দাও, তাহলে আমি শেয়ালকে হুকুম দেব—সে যেন তোমাদের চারজনকে বাদ দিয়ে শিকার করে। বুঝেছ ? শেয়ালটা এখন আমার নামে থরহরি কাঁপে !

দাদু ॥ [দিদাকে] আর কতক্ষণ ঐ স্বার্থপরটার সঙ্গে বক্‌বক্ করবে ? চলে এস—

[দাদু-দিদা, খোকা-খুকুর প্রস্থান]

লম্বাকান ॥ তোমার ব্যবহারে আমার বিশ্রি লাগে। দাদু-দিদা বুড়ো মানুষ। অথচ···

নাকউঁচু ॥ বুড়ো হয়েছে বলে কি মাথাটা কিনে ফেলেছে ? ওসব উট্‌কো ঝামেলা আমার সহ্য হয় না বাপু ! আমার সোজা হিসাব : 'ফেল কড়ি, মাখো তেল, আমি কি তোমার পর ?' এখানে থাকতে দেবার কথা তো আমি একবারও বলিনি।

লম্বাকান ॥ কিন্তু এত বড় বাড়িতে আমরা একা একা···আমার

সময় কাটবে কী করে ?

নাকউঁচু ॥ ঠিক আছে। তোমাকে একটা কালার্ড টি. ভি. এনে দেব অখন।

লম্বাকান ॥ কালার্ড টি. ভি.! তুমি কোথায় পাবে ? অত টাকা কোথায় তোমার ?

নাকউঁচু ॥ সব কথায় তোমরা এমন 'টাকা-টাকা' কর কেন বলতো ? দিদাকে যেই বললুম, শাকসব্‌জি আনার কথা, অমনি, বুড়িটা টাকার কথা তুলল। তোমাকে যেই বললুম, টি.ভি. এনে দেব, অমনি তুমিও টাকা-পয়সার কথা তুললে! কেন রে বাপু ? এই যে বন্দুক, এই যে বাড়ি, এসব তো আমার ? কত টাকা খরচ হয়েছে এজন্য ? অ্যাঁ ? [বাইরে সদরে কড়া-নাড়ার শব্দ। শেয়াল আবার ফিরে এসেছে] আবার কে এল জ্বালাতে! [চীৎকার করে] কে রে কড়া নাড়ে ?

শেয়াল ॥ [ফ্রেমের বাইরে দাঁড়িয়ে] আমি। মামা। মানে, শেয়াল-মামা। নাকউঁচু, কাইগুলি একবার বাইরে আসবে ?

নাকউঁচু ॥ [বন্দুকটা হাতে তুলে নিয়ে] বড় জ্বালাও বাপু তুমি! সময় নেই, অসময় নেই [ভিতর থেকে দরজা-খোলার ভঙ্গি করে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ায়] আবার কী চাই ?

শেয়াল ॥ ইয়ে হয়েছে···আমার বৈঠকখানা ঘরে আমার ঠাকুদ্দা আর ঠাম্মার ফটো দুটো আছে। সে দুটো আমাকে দিবি ?

নাকউঁচু ॥ তোর বৈঠকখানা ঘরটা আবার কোন্ চুলোয় ?

শেয়াল ॥ না, মানে···আমার ভূতপূর্ব বৈঠকখানা ঘরে। যেটা তুই এখন দখল করেছিস্!

নাকউঁচু ॥ অ। তা কিসের ছবি বললি যেন ?

শেয়াল ॥ আমার ঠাকুদ্দা আর ঠাম্মার ছবি!

না, মানে আমার ভূতপূর্ব বৈঠকখানায়···

নাকউঁচু ॥ ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে পড়েছে ! একজোড়া বিশ্রি খ্যাঁকশেয়ালের ছবি তো। ঐ দেওয়ালে টাঙানো ছিল। কিন্তু সে ছবি তো এখন নেই !

শেয়াল ॥ নেই ? 'নেই' মানে ? কোথায় গেল ?

নাকউঁচু ॥ উনুনে। পুড়িয়ে ফেলেছি।

শেয়াল ॥ এঃ ! ছি-ছি-ছি ! বড় অন্যায় করেছিস্। আমার দাদু-দিদার ছবি—তুই শেষকালে পুড়িয়ে ফেললি !

নাকউঁচু ॥ কেন ফেল্‌ব না ? ওরা যে আমার দাদু-দিদাদের ঘাড়-মটকিয়ে খেয়েছে ! যা, যা ! পালা এখন।

শেয়াল ॥ [প্রস্থানোদ্যত] যাচ্ছি, যাচ্ছি [ফিরে] কিন্তু এমন তৈরী বাড়িঘর ছেড়ে কোথায় যাই বলতো ?

লম্বাকান ॥ আমার কিন্তু ভীষণ···

নাকউঁচু ॥ চো-প ! (শেয়ালকে) এই শোন কানকাট্টা। তোকে ঐ চাকরদের ঘরটায় থাকতে দিতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত আছে।

শেয়াল ॥ শর্ত ! কী শর্ত, বল ?

নাকউঁচু ॥ শর্ত ঠিক নয়, আমার কথা হচ্ছে : 'ফেল কড়ি, মাখো তেল'···

শেয়াল ॥ বেশ তো। কী করতে হবে বল্ ?

নাকউঁচু ॥ তুই আমার চাকর হবি ? ঘরদোর সাফ করবি, কপির ডাঁটা সেদ্ধ করে দিবি—জল তুলবি, বাসন মাজবি—

শেয়াল ॥ [স্বগতঃ] দ্যাখো···দ্যাখো···দ্যাখো ! তোমরাই দ্যাখো ! ব্যাটার কী দুঃসাহস !

নাকউঁচু ॥ অ্যাই কানকাট্টা ! কী বিড় বিড় করছিস্ র‍্যা ?

শেয়াল ॥ না, ও কিছু নয়। বলছিলুম কি—নেকড়ে ? নেকড়ে-খুড়োকে এখানে থাকতে দিবি না ?

নাকউঁচু ॥ দিতে পারি। সে···ইয়ে, সে আমার বাড়ির দারোয়ানি করতে পারে। তার জন্যে হাট থেকে ভালো বকলেস্ কিনে আন্‌বখন ? কি রে ? রাজি ?

শেয়াল ॥ ঠিক আছে। ভেবে দেখি। আচ্ছা চলি [প্রস্থানোদ্যত]

নাকউঁচু ॥ অ্যা-ই ! শুধু-মুধু চলে যাচ্ছিস্ যে বড় ?

শেয়াল ॥ 'শুধু-মুধু চলে যাচ্ছি' মানে ?

নাকউঁচু ॥ তুই কী বোকা রে ! আদব-কায়দা কিছু জানিস্‌নে দেখ্‌ছি। রাজার সামনে থেকে ও-ভাবে যেতে নেই, বুঝলি ? পিছু হটে যেতে হয়···কুর্নিশ করতে করতে !

শেয়াল ॥ [আর সহ্য করতে পারে না] চোপরাও ! বেয়াদব !
[দাঁত খিঁচোয়। নাকউঁচু অমনি বন্দুক তোলে।]
[শেয়ালের দ্রুত প্রস্থান]

নাকউঁচু ॥ [লম্বাকানকে দেখে, সে দোর গোড়ায় বসে পড়েছে] এ কীরে ? তোর কী হল ? নে ঘরে চল
[উভয়ের প্রস্থান]

[সামনের দিক দিয়ে নেকড়ের প্রবেশ। তার হাতে-একটা মুগুর, অপর হাতে ফুলের তোড়া। সে নাচতে-নাচতে ও গাইতে-গাইতে আসছে]

নেকড়ে ॥ (গান) তাইরে নারে, তাইরে নারে, তাইরে নারে নারে।

এ জঙ্গলে ক-খান মুণ্ডু আছে রে কার ঘাড়ে ?
আমার ডরে সবাই মরে নেকড়ে আমি রাজা।
বাঘ-সিংহ নাইরে হেথায় বাজা বগল বাজা।
(এক চক্কর মঞ্চে নেচে ফিরে এসে আবার গান ধরে)
খরগোশেরা আমায় দেখে থরথরিয়ে কাঁপে
ভয়েতে যায় মরেই কিম্বা পালায় সে ত্রিং লাফে।
জন্মদিনের নেমন্তন্ন হুক্কা-হুয়ার বাড়ি
ফুলের তোড়া বগলে তাই এলাম তাড়াতাড়ি ॥

এ জঙ্গলে কথান মুণ্ডু আছে রে কার ঘাড়ে ?

[সদর দরজার কাছে এগিয়ে এসে কড়া নাড়তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গন্ধ শোঁকে] আঃ কী সুন্দর ! খরগোশী গন্ধে চাদ্দিক ম-ম করছে। শেয়াল ! [কড়া নেড়ে] ভাইপো ! শেয়াল-ভাইপো । বাড়ি আছো হে ?

নাকউঁচু ॥ [বন্দুক-হাতে ভিতর-দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। সদর-দরজার ভিতর দিক থেকে সাড়া দেয় [এখন পাল্লাহীন দরজার দুপাশে দুজন, কিন্তু যেন কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না] এত রাত্তিরে তুই কে রে ?

নেকড়ে ॥ আয় বাপ্ ! খরগোশের গলা ! কিন্তু তা কেমন করে হয় ? ভাইপো খরগোশের কাবাব বানালো। আর সেই কাবাব কথা কইছে ? (জোরে) আমি নেকড়ে খুড়ো।

নাকউঁচু ॥ এত রাত্রে কী চাই ?

নেকড়ে ॥ তুই কে ? আমি নেমন্তন্ন খেতে এসেছি। শ্যালের বাড়ি।

নাকউঁচু ॥ এটা তোর 'শ্যাল'-এর বাড়ি নয়। বাইরে কি লেখা আছে দেখিস্‌নি ?

নেকড়ে ॥ আমি যে লেখাপড়া জানি না। তুই কে ?

[নাকউঁচু দরজা খুলে দেয়। বন্দুক তার পিছনে ধরা]

নাকউঁচু ॥ তোর নেমন্তন্ন 'ক্যানসেল' হয়ে গেছে। যা পালা। কানকাট্টা এখানে থাকে না।

নেকড়ে ॥ [স্বগতঃ] ! আয় বাপ্ ! ব্যাটা বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে ! কাকে কী বলছে জানে না !

নাকউঁচু ॥ কী বিড়বিড় করছিস্ র‍্যা ?

নেকড়ে ॥ তুই সেই নাকউঁচু দৌড়বাজটা নয় ? নিজে থেকে শ্যালের বাড়িতে মাথা গলিয়েছিস্ ?

নাকউঁচু ॥ তুই কালা নাকি ? বল্‌ছি না—এটা এখন শেয়ালের বাড়ি নয়।

নেকড়ে ॥ কী মজা ! আজ তুল্‌তুলে মাংস খাব। খরগোশী শামি-কাবাব।

নাকউঁচু ॥ [বন্দুক তুলে] খাওয়াচ্ছি। আমার হাতে এটা কী? দেখেছিস্‌ ?

নেকড়ে ॥ আয় বাপ্‌। ওটা কী রে তোর হাতে ?

নাকউঁচু ॥ দেখে চিনতে পারছিস না ? দেগে দেখাব ?

নেকড়ে ॥ না, না, দরকার নেই। আমি চিনেছি। আচ্ছা, আমি না হয় চলেই যাচ্ছি—

নাকউঁচু ॥ অ্যাই ব্যাটা নেকড়ে। শোন্‌। তুই···ইয়ে···আমার বাড়ির দারোয়ান হবি ? ভাল বকলেস্‌ কিনে দেব। কানকাট্টাটা আমার চাকর হবে বলেছে।

নেকড়ে ॥ [স্বগতঃ] ভাবা যায় ? ব্যাটা পুঁচকে খরগোশ ! কাকে কী বলছে।

নাকউঁচু ॥ ঠিক আছে। রাতটা ভেবে দ্যাখ। কাল সকালে এসে বলিস্‌। কেমন ? [নেকড়ে প্রস্থানোদ্যত] এ্যাই ব্যাটা। আমাকে কুর্নিশ করে গেলি না ?

নেকড়ে ॥ [স্বগতঃ] ভাবা যায় ? [প্রকাশ্যে] কুর্নিশ করব মানে ?

নাকউঁচু ॥ [দেখিয়ে] তিন পা পিছু হটতে হবে, এমনিভাবে : সেলাম ! সেলাম !! সেলাম !!!

[নাকউঁচু নিচু হতেই নেকড়ে আক্রমণ করতে যাবে। তৎক্ষণাৎ নাকউঁচু সোজা হয়ে বন্দুক উঁচিয়ে ধরবে]

নেকড়ে ॥ [সামলে নিয়ে মুখটা হাসি-হাসি করে। ফুলের তোড়াটা ফেলে দেয়। নাকউঁচু দরজা বন্ধ করে দেবার মূকাভিনয় করে। নেকড়ে চলতে চলতে বলে] ভাবা যায় ? জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি ?

চিনতে পারছিস না ? দেগে দেখাব ?

[ইতিমধ্যে খোকা-খুকু ছুটতে ছুটতে মঞ্চে ঢুকে পড়েছে। হঠাৎ নেকড়েকে দেখতে পেয়ে 'স্ট্যাচু' মেরে যায়। নেকড়ে ওদের দেখতে পায়নি। সে আপন মনেই বলে চলেছে]
একটা পুঁচকে খরগোশ আমাকে বলছে, এমনিভাবে কুর্নিশ করতে : সেলাম ! সেলাম !! সেলাম !!! [প্রস্থান]
[খোকা-খুকু ধ্রাশ্ করে বসে পড়ে। তারপর সাবধানে হামাগুড়ি মেরে সদর দরজার দিকে এগিয়ে যায়। দরজায় কড়া নেড়ে ফিস্-ফিস্ করে ডাকে]

খোকা ॥ নাকউঁচু দাদা। দরজা খোল। শিগ্গির।

লম্বাকান ॥ [ভিতরের দ্বার দিয়ে ঘরে ঢোকে। এগিয়ে এসে সদর দরজা খুলে দেয়] তোরা ? এতরাত্রে ?

খোকা ॥ বৌদি ! শিগ্গির দরজা বন্ধ করে দাও। নেকড়ে !!
[ইতিমধ্যে ভিতর থেকে নাকউঁচুও প্রবেশ করেছে]

নাকউঁচু ॥ নেকড়ে ! কোথায় ?

খোকা ॥ নেকড়েটা আমাদের সেলাম করছিল, নাকউঁচুদাদা।

নাকউঁচু ॥ কী করছিল ?

খুকু ॥ এমনিভাবে : সেলাম ! সেলাম !! সেলাম !!!

[দাদু-দিদার দ্রুত প্রবেশ]

দিদা ॥ খোকা-খুকু এদিকে এসেছে ?···এই তো।

লম্বাকান ॥ ভয় নেই দাদু। নেকড়ে ওদের দেখতে পায়নি।

খুকু ॥ দিদা ! নেকড়ে আমাদের সেলাম করছিল !

দাদু ॥ কী করছিল ?

খোকা ॥ এমনিভাবে !—সেলাম ! সেলাম !! সেলাম !!!

দাদু ॥ যাঃ ! স্বপ্ন দেখেছিস্।

খুকু ॥ না দাদু ? আম্মো দেখেছি। এইভাবে : সেলাম ! সেলাম !! সেলাম !!!

দাদু ॥ দুটোই পাগল। আয়, এবার বাড়ি যাই—

লম্বাকান ॥ আজ রাতটুকুর মতো এখানেই থেকে যান না দাদু? অন্ধকার হয়ে গেছে। বাইরে এখন শেয়াল-নেকড়েরা হন্যে হয়ে ঘুরছে···

দাদু ॥ জানি দিদিভাই। থাকতে তো আমরাও চাই। কিন্তু তোমাদেরই নাকি তাতে অসুবিধে—

লম্বাকান ॥ কিছু অসুবিধা নেই। অ্যাত্তগুলো ঘর। আসুন ভিতরে। খাবার যা আছে তাই ভাগাভাগি করে খাওয়া যাবে।

নাকউঁচু ॥ ঠিক আছে। তবে শুধু আজকের রাতটুকুই। রোজ রোজ এমনটা না হয়। মনে থাকে যেন।

দিদা ॥ মনে থাকবে শাহ্-য়েন-শাহ্। আপনার দৌলতে ভুলবার কি যো আছে?

[সকলে পিছনের দ্বার দিয়ে ভিতরে চলে যায়। সামনের উইংস দিয়ে নেকড়ে ও শেয়ালের প্রবেশ]

নেকড়ে ॥ ছি-ছি-ছি। মাংসাশী সমাজে আর মুখ দেখানো যাবে না। একটা পুঁচকে খরগোশ, তার ভয়ে তুই—ভাইপো-শেয়াল—আর আমি, খুড়ো-নেকড়ে পথে পথে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছি। তার উপর আজ আবার তোর জন্মদিন!

শেয়াল ॥ ব্যাটা বলে কি না—'আমার বাড়িতে চাকর হবি? বাসন মাজবি, জল তুলে দিবি?'

নেকড়ে ॥ হুঁ! আমাকেও বলছিল—'আমার বাড়ির দারোয়ান হবি? বকলেস্ কিনে দেব।'

শেয়াল ॥ খুড়ো, একটা কিছু কর! আর তো সহ্য হয় না।

নেকড়ে ॥ উপায় নেই ভাইপো। ওর হাতে বন্দুক! তার চেয়ে চল, দেখি অন্য খরগোশগুলো কোথায় লুকিয়ে আছে···

শেয়াল ॥ না ! ঐ নাকউঁচুটাকেই ঘাড় মটকে খেতে হবে। চল, আমরা জানলা দিয়ে ঢুকি—

নেকড়ে ॥ বোকার মতো কথা বলিস্ না। ক্রম করে বন্দুক দেগে দিলে ? তার চেয়ে বরং কাক্কেশ্বরকে খবর দে। সে অনেক অঙ্কটঙ্ক জানে। নিশ্চয় একটা বুদ্ধি বাৎলাতে পারবে।

শেয়াল ॥ এতরাতে তাকে কোথায় পাবে ?

কাক্কেশ্বর ॥ [ঝোপ থেকে একলাফে ঝুপ করে এগিয়ে আসে]
না ডাকতেই আমি সাড়া দিই, প্রেজেন্ট স্যার। হুঁ। ক।

নেকড়ে ॥ এই তো কাকু এসে গেছে। শোন্ কাক্কেশ্বর, আমরা ভীষণ বিপদে পড়েছি···একটা হাড়-বজ্জাৎ খরগোশ···

কাক্কেশ্বর ॥ নাকউঁচু !

নেকড়ে ॥ হ্যাঁ, নাকউঁচু। ব্যাটা বলে কিনা—

কাক্কেশ্বর ॥ [নাকউঁচুর কণ্ঠস্বর নকল করে] 'অ্যাই ব্যাটা নেকড়ে। তুই···ইয়ে···আমার বাড়ির দারোয়ান হবি ? ভাল বকলেস্ কিনে দেব'।

শেয়াল ॥ খুড়ো, ও সব জানে।

কাক্কেশ্বর ॥ জানিই তো ! ভ্যারেণ্ডা গাছের মগ্‌ডালে বসে এ জঙ্গলের সব খবরই শর্মাকে রাখতে হয়, বুঝলে বড়দা ? কা—

নেকড়ে ॥ দেখ্ কাক্কেশ্বর, এ জঙ্গলে খরগোশই আমাদের প্রধান খাদ্য। একটা পুঁচকে খরগোশের বাচ্চা যদি আমাদের এভাবে বে-ইজ্জৎ করে···

কাক্কেশ্বর ॥ বঝলাম। কিন্তু তোমরা কী করতে চাও ? কও ? ক—

শেয়াল ॥ তুই কিছু বুদ্ধি বাৎলাতে পারিস্ ?

কাক্কেশ্বর ॥ পারি। এমন বুদ্ধি বাৎলাতে পারি যে, দো-নলা বন্দুক ইজুকাল্‌টু টু মাইনাস টু···

নেকড়ে ॥ তার মানে ?

তার উপর আজ আবার তোর জন্মদিন!

কাক্কেশ্বর ॥ টু-মাইনাস-টু কত হয় জান না ? জিরো। কর্পূর।

নেকড়ে ॥ বলিস্ কিরে ! ফুস্ মন্তরে উপে যাবে ? কেমন করে ?

কাক্কেশ্বর ॥ বল্ছি। কিন্তু ধরতে পারলে তোমরা ঐ নাকউঁচুটাকে থাবে তো ? ক ?

শেয়াল ॥ আলবাৎ। ক্যাঁক করে ধরে মট্ করে ঘাড় মট্কাবো।

নেকড়ে ॥ হাড়-মাস চিবিয়ে থাব।

কাক্কেশ্বর ॥ বাঃ। আর আমি ? বুড়ো আঙুল চুষব ?

শেয়াল ॥ না, না, এঁটো-কাঁটা, ছিবড়ে-টিবড়ে তোকেই দেব। তাই তো খাস্ তুই ?

কাক্কেশ্বর ॥ না, দাদা। ওসব ধাষ্টামোর বিজ্‌নেসে কাক্কেশ্বর থাকে না। তিনজনের সমান ভাগে যদি রাজি থাক—তবেই আমি এ বিজ্‌নেসের পার্টনার হব। থার্টিথ্রি ওয়ান-থার্ড পার্সেন্ট ! হঁ ! ক !

নেকড়ে ॥ [স্বগতঃ] ব্যাটা কী বলছে, এক বর্ন বোঝা যায় না। আরবি না ফার্সি ?

শেয়াল ॥ একবারে তিনভাগের এক ভাগ ? একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না ? একটু কম-সম্ করে···

কাক্কেশর ॥ না, বড়দা। তাহলে এসব ধাষ্টামোর বিজ্‌নেসে কাক্কেশ্বর নেই। বড়য়-ছোটয় ছয়-ছয়টা আছে। দেড়খানা অন্তত আমার চাই।

শেয়াল ॥ মানে ? ছয়-ছয়টা কী আছে ?

কাক্কেশ্বর ॥ হুই মগজালে বসে ত্রৈরাশিকের···না, না, ভগ্নাংশের অঙ্কটা কষে ফেলেছি। হুই প্লাস আড়াই একুনে হয় গিয়ে সাড়ে চার। ফোর-পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড্ বাই থ্রি, ইজুকালটু ওয়ান অ্যাণ্ড-হাফ।

নেকড়ে ॥ [স্বগতঃ] পুস্তু। আরবীও নয়, ফার্সিও নয় ! নির্ঘাৎ

পুস্তু বলছে।

শেয়াল ॥ তুই বলতে চাস—ও বাড়িতে সাড়ে-চারটে খরগোশ আছে ?

কাক্কেশ্বর ॥ আছে। দাছু-দিদা, নাক-কান হলো গিয়ে চার, আর বাচ্চা ছুটো ওয়ান-ফোর্থ হিসাবে—হাফ। একুনে ফোর পয়েন্ট ফাইভ।

নেকড়ে ॥ ওরা সবাই ঐ বাড়িতে আছে ?

কাক্কেশ্বর ॥ আছে। এবং একটি বন্দুকও 'আছেন'। হঁ। ক।

শেয়াল ॥ বুঝেছি। বেশ তাই সই। কিন্তু বন্দুকটা কপূর হবে কি করে ?

কাক্কেশ্বর ॥ ভানুমতীর খেল ! ওরা ঘুমিয়ে পড়লে ঐ জানলা দিয়ে ঢুকব। বন্দুকটা বড়বিদ্যা করব।

নেকড়ে ॥ 'বড়বিদ্যা' মানে ?

কাক্কেশর ॥ চুরি করব।

শেয়াল ॥ পারবি ?

কাক্কেশ্বর ॥ আলবাৎ ! চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা—জীবনে পড়িনি ধরা। আমি নবদ্বীপের বায়স-সমাজ থেকে 'চৌর্যচঞ্চু বাচস্পতি' খেতাব পেয়েছি। বুঝলে ? হা-হা-হা ! কা-কা-কা !

নেকড়ে ॥ ঠিক আছে। আগে তুই বন্দুকটা চুরি কর। আমরা একটু গা ঢাকা দিই··· [আলো নিবে যায়]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[গোটা স্টেজটাই এখন শেয়ালের বাড়ি। গভীর রাত্রি। খাটের উপর নাকউঁচু ঘুমাচ্ছে। বাকি সবাই মেঝেতে ঘুমাচ্ছে। অরণ্য-অংশের গাছগুলি অপসৃত। সদর-দরজার ফ্রেমটাও। ঘর প্রায়ান্ধকার। সম্ভব হলে স্পট-লাইটে অভিনয় হবে। পর্দা উঠে গেলে দেখা যাবে, সবাই অঘোরে ঘুমাচ্ছে। একটু পরে পিছনের জানলাটা খুলে গেল। কাক্কেশ্বরকে দেখা গেল। সে সন্তর্পণে জানলা দিয়ে ঘরে ঢোকে। সবাইকে একে একে লক্ষ্য করে। মঞ্চের বিভিন্ন অংশ থেকে সে এই দীর্ঘ স্বগতোক্তিটা বলবে। সম্ভব হলে আলো তাকে অনুসরণ করবে]

কাক্কেশ্বর ॥ [স্বগতঃ] মনে হচ্ছে সবাই অঘোরে ঘুমাচ্ছে।···তা হোক, একটু বরং পরখ করে দেখি···'কয় অ-কারে—ক'! ক-অ, ক-অ ! 'ক-য়ে আ-কারে—কা'! কা—কা ! [কেউ সাড়া দেয় না] নাঃ ! সবাই অঘোরে ঘুমাচ্ছে [খোকা-খুকুর কাছে গিয়ে] সাত-দুকুনে কত হয় ? [খোকা-খুকু সাড়া দেয় না। কাক্কেশ্বর বন্দুকটা তুলে নেয়।

পা-টিপে-টিপে সে চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কী ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে] শেয়াল আর নেকড়ে বলেছে থার্টি-থ্রি ওয়ান-থার্ড পারসেণ্ট কমিশন দেবে ! আমার বাপু বিশ্বাস হয় না। কাজ হাঁসিল হলেই আমার বরাতে শুধু হু—স্! আর হু—স্!···তার চেয়ে এক কাজ করি না কেন? বন্দুক তো এখন আমার হাতে? সব কটাকেই শেষ করে ফেলি!···তাহলে সাত-হুকুনে চৌদ্দ দিন ধরে একাই ভোজ খাওয়া যাবে!···বাঃ! বাঃ! তোর কী বুদ্ধি রে বাবা কাকেশ্বর কুচ্‌কুচে ! [নিজের পায়ের ধুলো মাথায় দেয়। তারপর নিজের মাথায় হাত রেখে] 'বেঁচে থাক' বাবা কাকেশ্বর, বেঁচে থাক ! [বন্দুকটা উঁচিয়ে নাকউঁচুকে টিপ্ করে] ওয়ান···টু···থ্রি ! [ট্রিগার টানে ; কিন্তু 'ফায়ার' হয় না। খট্ করে একটা শব্দ হয় মাত্র] এ—কী ? শুধু-মুধু খট্ করে খট্‌কা ধরিয়ে দিল যে ? [বন্দুকের ফুটোয় চোখ লাগিয়ে] অ্যা-ছ্যা ছ্যা ছ্যা ! বন্দুকে গুলিই নেই ! খবরটা ওদের জানাতে হচ্ছে ! [বন্দুকটা ফেলে রেখে চলে যেতে যেতে।] বা-বা-বা ! কা-কা-কা [প্রস্থান]

দিদা ॥ [উঠে বসে] ও গো ! শুনছ ?

দাদু ॥ [উঠে বসে] শুনেছি ! আমিও ঘুমাইনি !

দিদা ॥ কী শুনেছ, বল তো ?

দাদু ॥ ঠিকই শুনেছি। বন্দুকে টোটা ভরা নেই ! কাকেশ্বর 'ফায়ার' করল, তাতে শুধু 'খট্' করে শব্দ হল একটা। গুলি বার হল না।

দিদা ॥ এখন কি করা যায় ?

দাদু ॥ ওদের সবাইকে ডেকে তোল। কিন্তু পালাবই বা কী করে ? সদর-দরজা খুললেই তো নেকড়ে আর শেয়াল···

দিদা ॥ কিন্তু শুনলে না ? কাক্কেশ্বর ওদের ডেকে আনতে গেল ! ওরা এবার এসে দরজা ভাঙবে !

দাদু ॥ নাঃ ! আমার মনে হচ্ছে বন্দুকে নিশ্চয়ই গুলি ভরা আছে। শিকারী কখনো বন্দুকে টোটা না ভরে জঙ্গলে ঘোরে ? বোধহয় 'সেফ্‌টি ক্যাচ'-টা লাগানো আছে।

দিদা ॥ 'সেফ্‌টি-ক্যাচ' ! তার মানে ?

দাদু ॥ বন্দুকে একটা করে 'সেফ্‌টি-ক্যাচ' থাকে। যাতে অসাবধানে বেমক্কা গুলি ছুটে না যায়। ফায়ার করার আগে সেই 'সেফ্‌টি-ক্যাচ'টা খুলে দিতে হয়। দাঁড়াও, বন্দুকটা পরখ করে দেখি আগে [বন্দুকের কাছে যায়]।

নাকউঁচু ॥ [তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে] খবর্দার !

দাদু ॥ না ভাই নাকউঁচু, আমি তোমার বন্দুকটা চুরি করতে যাইনি। শোন, একটু আগে ঐ খোলা জানলা দিয়ে কাক্কেশ্বর এসেছিল। সে বললে, বন্দুকে গুলিই নেই !

নাকউঁচু ॥ ওসব আষাঢ়ে গপ্পো আমাকে শোনাতে এস না। আমি নিজের চোখে দেখেছি, তুমি বন্দুকটা চুরি করতে যাচ্ছিলে [বন্দুকটা উঁচিয়ে]। যাও ! বেরিয়ে যাও বলছি—

দিদা ॥ বেরিয়ে যাব ! এত রাত্রে ? বাইরে এখন শেয়াল-নেকড়ে···

নাকউঁচু ॥ সে-সব আমি জানি না। চোরের ঠাঁই হবে না এখানে ! গেট্‌ আউট !

দাদু ॥ বেশ তাই যাচ্ছি।

লম্বাকান ॥ [একটু আগে উঠে পড়েছে] ছি-ছি-ছি ! তুমি কী ! তুমি খরগোশ-জাতির কলঙ্ক !

নাকউঁচু ॥ বটে ! তবে তুমিও বিদায় হও ! এ বাড়ি শুধু আমার ! আমার একার ! এখানে আমি একাই থাকব !

লম্বাকান ॥ তাই থাক ! আসুন দাহু। যা থাকে কপালে ! আমরা সবাই চলে যাব।

দাহু ॥ একটু অপেক্ষা কর নাতবৌ। ঐ স্বার্থপরটাকে একটা কথা বলার আছে। শোন নাকউঁচু ! কাকেশ্বর ওদের ডেকে আনতে গেছে। ওরা এখনি কিন্তু দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়বে !

নাকউঁচু ॥ আসুক শেয়াল ! আসুক নেকড়ে ! নাকউঁচুর হাতে যতক্ষণ বন্দুক আছে—

দাহু ॥ বন্দুকই আছে। তাতে গুলি ভরা নেই !

নাকউঁচু ॥ তাই নাকি ! প্রমাণ চাও ? দেগে দেখাব ?

শেয়াল ॥ [নেপথ্যে] ও নাকউঁচু-সাহেব ! তোমরা সবাই একসঙ্গে আছো তো ? ছোটয়-বড়য় ছয়-ছয়টা। দরজা খোল !

নেকড়ে ॥ [নেপথ্যে] ভাইপো, ও দরজা খুলবে না ! দরজাটা ভাঙ্‌তে হবে !

দাহু ॥ সর্বনাশ ! ওরা দরজাটা ভেঙে ফেলছে।

নাকউঁচু ॥ সবাই সরে যাও ! আমাকে টিপ্‌ করতে দাও !

[নেপথ্যে দরজা ভাঙার শব্দ। সবার আগে কাকেশ্বরের প্রবেশ। সে পিছু হেঁটে আসছে, নেপথ্যের দিকে তাকিয়ে কথা বল্‌তে বল্‌তে আসছে]

কাকেশ্বর ॥ থার্টি-থ্রি ওয়ান-থার্ড পার্সেন্ট ! অঙ্কে ভুল হয় না যেন !

[শেয়াল ও নেকড়ে এতক্ষণে প্রবেশ করেছে]

নাকউঁচু ॥ [বন্দুক উঁচিয়ে] খবর্দার !

[কাকেশ্বর তৎক্ষণাৎ সবার পিছনে গিয়ে লুকায়]

শেয়াল ॥ ভয় দেখাচ্ছিস্‌ ! ঐ বন্দুক দেখিয়ে ?

[নেকড়ে আর শেয়াল এক-পা এক-পা করে এগিয়ে আসে, আর কাকেশ্বর এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে যায়]

দরজাটা ভাঙতে হবে

ভয় দেখাচ্ছিস্ ? ঐ বন্দুক দেখিয়ে ?

পালাও। পালাও।

নাকউঁচু ॥ অ্যাই ! অ্যাই ! কী হচ্ছে ! এবার আমি কিন্তু ফায়ার করব !

শেয়াল ॥ কর্না গুলি ! তোর বন্দুকে তো গুলিই নেই !

[কাক্কেশ্বরের এতক্ষণে সে-কথা মনে পড়ে যায়। সে শেয়াল আর নেকড়েকে সরিয়ে নাচতে-নাচতে সামনে এগিয়ে আসে !]

কাক্কেশর ॥ কর না গুলি, কর !

মুণ্ডু এবং ধড়—

ছুই-টুকরো করে এবার চিবাবো কড়্মড়্ !

[নাকউঁচু ফায়ার করে। শুধু 'খট্' করে শব্দ হয়। নাকউঁচু হতভম্ব। নেকড়ে আর শেয়াল অট্টহাস্য করে ওঠে।]

নাকউঁচু ॥ সর্বনাশ ! পালাও—পালাও ! [বন্দুক ফেলে ছুটে পালায়। পিছন পিছন লম্বাকান। খোকা-খুকু আর দিদা। ওরা তিনজন তাড়া করে। দাছু সুট্ করে খাটের নিচে লুকিয়ে পড়ে। আক্রমণকারীরা সেটা লক্ষ্য করে না। বেশ খানিকক্ষণ চোর-চোর খেলা চলবে। খরগোশেরা একদিক দিয়ে পালাবে এবং অন্য-দিক দিয়ে ঢুকবে। পিছন-পিছন পশ্চাদ্ধাবনকারীরা। প্রথম অভিনয়কালে আমরা একটা মজা করেছিলাম। ব্যাপারটা এই—নাকউঁচু যে-হেতু দারুণ দৌড়বাজ, তাই এই চক্রাকার পথে—অর্থাৎ স্টেজের বাঁ-দিক দিয়ে বেরিয়ে ডান-দিক দিয়ে প্রবেশ করতে করতে তিন পাকেই পশ্চাদ্ধাবনকারীদের পিছনে এসে পড়বে ! মনে হবে—যেন শেয়াল নেকড়েরাই পালাচ্ছে আর নাকউঁচু তাদের তাড়া করছে। হঠাৎ শেয়াল-নেকড়ে ব্যাপারটা বুঝে ফেলবে। থম্কে পিছন ফিরবে ! নাকউঁচু তৎক্ষণাৎ 'স্ট্যাচু' ! পরক্ষণেই ওরা উল্টো মুখে

হাণ্ডস্ আপ!

এ্যান্টি-ক্লকওয়াইজ্ চোর চোর খেলতে থাকবে। ইতিমধ্যে দাদু-খরগোশ সুযোগমত বন্দুকটা টেনে নিয়ে খাটের নিচেই পরীক্ষা করে দেখেছে যে, সেফ্‌টি-ক্যাচ লাগানো আছে বলেই 'ফায়ার' হচ্ছিল না। হঠাৎ খাটের তলা থেকে বার হয়ে সে বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়ায়।]

দাদু ॥ হ্যাণ্ডস্ আপ্ !!

[ঠিক তখনই আক্রমণকারীরা মঞ্চে ঢুকছে। প্রথমে নেকড়ে, মাঝে শেয়াল আর পিছনে কাক্কেশ্বর]

নেকড়ে ॥ কী ব্যাপার ? তুই আবার ঐ বন্দুক তুলেছিস ?

দাদু ॥ হ্যাঁ তুলেছি ! বন্দুকে কিন্তু গুলি আছে ! সাবধান ! [খরগোশেরা দাদুর পিছনে]

শেয়াল ॥ [দর্শকদের] ব্যাটা মোটাবুদ্ধি ! এখনো বোঝেনি যে, বন্দুকে গুলিই নেই !

কাক্কেশ্বর ॥ [নেকড়ে আর শেয়ালকে সরিয়ে নাচ্‌তে-নাচ্‌তে সামনে এগিয়ে আসে]

কর্ না গুলি, কর্ !

মুণ্ডু এবং ধড়—

দুই টুক্‌রো করে এবার চিবাবো কড়্মড় ॥ কা-কা-কা ! [দাদু ট্রিগার টানে। ফায়ার হয়। গুলি কাক্কেশ্বরের পায়ে লেগেছে] ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ ! এ হে-হে-হে-হে ! খোঁড়ার পাই খানায় পড়ে র‍্যা [নেংচে-নেংচে] আমাকেই খোঁড়া করে দিলি বাপ্‌ধন ! ঠ্যাঙের থার্টি-থ্রি, ওয়ান-থার্ড পার্সেন্ট একেরে কর্পূর ! ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ ! [ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে পালিয়ে যায়]

শেয়াল ॥ খুড়ো ! বন্দুকে তাহলে গুলি তো আছে ?

নেকড়ে ॥ তাই তো দেখ্‌ছি ! কেটে পড় এইবার !

দাদু ॥ অ্যাই ব্যাটারা ! মাথার উপর হাত তোল [ওরা তাই করে] এবার তিনটে কুর্নিশ করে পিছু হটে চলে যা !

শেয়াল ॥ কুর্নিশ ! মানে ?

খোকা-খুকু ॥ কুর্নিশ জান না ? এইভাবে করতে হয় ঃ সেলাম ! সেলাম !! সেলাম !!!

নেকড়ে ॥ কিন্তু···ইয়ে···আমার যে মাজায় বাত !

দাদু ॥ কই ! তাড়া করার সময় তো বাত ছিল না ! ঝুট বাৎ ! কর কুর্নিশ !

শেয়াল ॥ আয় বাপ্ ! কী বরাৎ ! আমি শেয়াল ! আর একটা পুঁচকে খরগোশ বলছে কুর্নিশ করতে !

দাদু ॥ তাই করতে হবে। কুর্নিশ করে এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাবি। আর কোনদিন এ জঙ্গলে আসবি না। বুঝলি ?

শেয়াল ॥ অ্যাই যাঃ ! কী ইয়ার্কি করছিস ! দুষ্টু !

দাদু ॥ আমি তিন গুনব ! ওয়ান···টু···

নেকড়ে ॥ করছি বাবা, করছি ! সেলাম ! সেলাম !! সেলাম !!! [প্রস্থানোদ্যত। শেয়ালও পিছু পিছু পালাতে চায়]

দাদু ॥ অ্যাই ব্যাটা শেয়াল ! তুই যে কুর্নিশ না করেই কেটে পড়ছিস্।

শেয়াল ॥ করছি বাবা করছি ! সেলাম ! সেলাম !! সেলাম !!! [প্রস্থান]

লম্বাকান ॥ দাদু ! কী করে কী হল ?

দাদু ॥ তোমার কর্তাটি শুধু চুরি করতেই শিখেছে। বন্দুক কি-করে চালাতে হয় তা জানে না। বন্দুকের এইটাকে বলে 'সেফ্‌টি-ক্যাচ'। ক্যাচ লাগানো থাকলে ট্রিগার টানলেও ফায়ার হয় না। নাও হে নাকউঁচু, তোমার চোরাই মাল নাও !

আর কোনদিন এ জঙ্গলে আসবি না!

এইটাকে বলে সেফ্‌টি-ক্যাচ

নাকউঁচু ॥ দাদু ! আমাকে মাপ করুন। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। আমি স্বার্থপরের মত আপনাদের তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলাম। অথচ আপনিই আমাদের বাঁচালেন। ও বন্দুক আপনার কাছেই থাক। আর সব খরগোশদেরও এ বাড়িতে ডেকে আনুন। আমরা সবাই একসাথেই থাকব। [দাদুকে প্রণাম করে]

দাদু ॥ তোমার যে সুবুদ্ধি হয়েছে এতেই আমিই খুশি ! বেঁচে থাক বাবা নাকউঁচু।

নাকউঁচু ॥ না দাদু ! আর ও বদ-নাম নয়। আজ থেকে আমি আর নাকউঁচু নই ! আজ থেকে আমি : নাকনিচু—নাকনিচু—নাকনিচু !

[সমবেত নৃত্যগীত]

খরগোশদাদু বুদ্ধি দিল কাকের ফন্দি ভেস্‌তে গেল
সব্বাই প্রাণে বেঁচে গেল হাহা-হাহা-হাহা রে।
বন্দুকেতে গুলি ছিল নাকউঁচু ভাই নাকখৎ দিল
একতাই আজ বাঁচিয়ে দিল বাহা-বাহা-বাহা রে ॥

[এইখানে একটা মজার কথা বলি। প্রথম অভিনয়কালে প্রথম-দৃশ্যের অভিনেতা 'শিকারী' বেচারী এখানে আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। 'দেবদূতবেশী পাগলা-দাশু'র মতো সে সবাইকে নাচ্‌তে দেখে উইংস্‌-এর পাশ থেকে হঠাৎ স্টেজে ঢুকে পড়ে নাচ্‌তে থাকে। তাই দেখে শেয়াল-নেকড়ে এমনকি ভাঙা-ঠ্যাঙের কথা ভুলে কাক্কেশ্বরও যৌথ নৃত্যগীতে অংশ নিতে স্টেজে ঢুকে পড়ে ! ভাগ্যিস্‌ দর্শকেরা বুঝতে পারেনি—'একতার ডাকে' ওরা চারজন নাট্য পরিচালককেও টেক্কা দিয়েছিল ! শেষ-মেশ প্রম্পটার, পরিচালক এরাও স্টেজে ঢুকে 'একতা নৃত্যে' অংশ নেয়। আমরা তাই সেবার 'কার্টেন কল'টা বাতিল করে দিয়েছিলাম।]

ক্ষুদে পরিচালকদের জন্য

নাটকটা ছোটদের পড়ে শুনিয়েই যদি ক্ষান্ত হও তাহলে তো ল্যাঠা চুকেই গেল! শ্রোতা খুব ছোট হলে কাক্কেশ্বরের ঐ ত্রৈরাশিকের···না, না, ভগ্নাংশের অঙ্কগুলো একটু হয়তো বুঝিয়ে দিতে হবে। কিন্তু লম্বা ছুটির মধ্যে শুনেছি, তোমাদের ঘাড়ে মাঝে মাঝে নাকি ভূত চাপে। নাটক মঞ্চস্থ করা!

বড়রা যদি ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নেন, তা হলে তো কথাই নেই। কিন্তু যদি আমার কিশোর পাঠক-পাঠিকাই সে দায়িত্ব নেয়, তাহলে কয়েকটা পরামর্শ দিতে পারি। মানে, আমরা অভিনয়কালে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলাম, আর কী-ভাবে তার সমাধান করি।

এ নাটক একবার ঘরোয়াভাবে মঞ্চস্থ করি, একবার ক'লকাতা দূরদর্শনে। শেষেরটা, অর্থাৎ দূরদর্শনের জন্য নাটকটা অন্য কায়দায় লিখতে হয়েছিল। সে প্রসঙ্গ থাক। মঞ্চে প্রথমবার অভিনয়-কালে যারা খোকা-খুকু সেজেছিল তারা এবার স্কুল-ফাইনাল দিচ্ছে। আর নাকউঁচু—থুড়ি—নাকনিচু-লম্বাকান-শেয়াল-নেকড়েরা এখন অনার্স নিয়ে কলেজে পড়ে। বুঝতেই পারছ, তার মানে, অনেক দিন আগেকার কথা।

প্রথম কথা, নাটকের সঙ্গে যে ছবিগুলো আছে ও-গুলো কল্পনা রাজ্যের। ওভাবে মঞ্চ-সজ্জা করা যাবে না। করার প্রয়োজনও নেই। আমি লিখেছি 'তে-কাঠের' পাল্লাহীন দরজা, এঁকেছি মোক্ষম দরজা। অভিনয়ের সময় ছবিগুলোর কথা ভুলে যেও।

একটা শক্ত কথা বলি। যারা সংস্কৃত নিয়েছ তারা বুঝবে। 'অভিনয়' শব্দটা হচ্ছে "অভি পূর্বক নি-ধাতু অল্"! তার মানে অভিনবভাবে নিকটে আসা। কে কার নিকটে আসছে? কুশীলবরা

দর্শকের মনের কাছাকাছি আসছে। কিন্তু একহাতে তো খঞ্জনী বাজে না, তাই দর্শকদেরও এগিয়ে আসতে হয় কুশীলবদের কাছে। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। এজন্য তে-কাঠের দরজা দেখে, পাল্লাহীন কপাট দেখে, দর্শকেরা আপত্তি করে না। মেনে নেয়।

নাটক অভিনয়ে—শুধু এ নাটক নয়, সব নাটকের কথাই বলছি, —মনে রাখতে হবে : দৃশ্যান্তর খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে। পর্দা ফেলে দিয়ে যদি মঞ্চ নতুন করে সাজাতে সময় নাও তাহলে নাটক জমে না। তাই মঞ্চটাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে, প্রতিটি দৃশ্যান্তরের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ-সেকেণ্ড থেকে একমিনিটের বেশি সময় না লাগে।

মঞ্চ সজ্জা : এ নাটকে তিনটি দৃশ্য আছে। আমরা এমনভাবে মঞ্চটা তৈরী করব, যাতে দৃশ্যান্তরের সময় পর্দা ফেলতে হবে না। আলো নিবিয়ে পেনসিল-টর্চের আলোয় সামান্য পরিবর্তনগুলি করা যাবে। হয়তো দর্শকেরা আবছা-আলোয় তা দেখতে পাবে। পায় পাক্! তাতে ক্ষতি নেই। তারা 'অভি পূর্বক নি-ধাতু অল্'-মন্ত্রে দীক্ষিত। তাই তারা আপত্তি করবে না।

আমরা যেভাবে মঞ্চটা সাজিয়েছিলাম তা এখানে এঁকে দেখিয়েছি। প্রথম চিত্রটা হচ্ছে 'প্ল্যান', বা উপর থেকে দেখা দৃশ্য। দ্বিতীয় চিত্রটা হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহ থেকে যে রকম দেখাবে তার সাঙ্কেতিক চিত্র। তৃতীয়টা শেষ দৃশ্যে দর্শকেরা যা দেখবে ; অর্থাৎ সদর-দরজা এখন উইংস্-এর আড়ালে । গোটা মঞ্চটাই এখন শেয়ালের বাড়ি। সিনেমার ভাষায় বলতে পারি : ক্যামেরা 'জুম'-করে এখন শেয়ালের বাড়ির ভিতরটাই বড় করে দেখাচ্ছে !

চিত্র—১

প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে মঞ্চ—সামনে থেকে
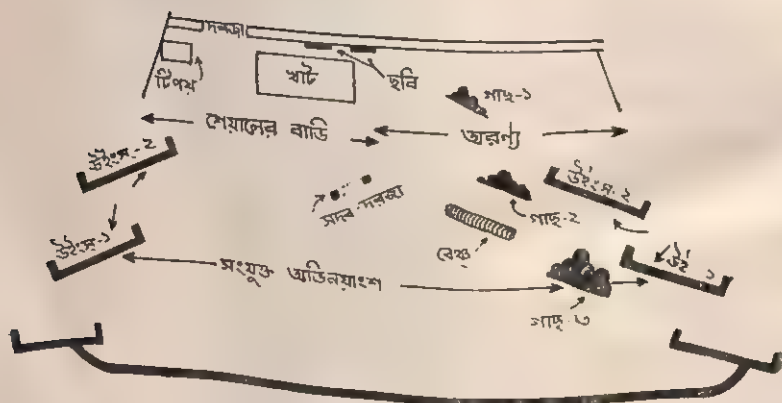
চিত্র—২

প্রথম ও দ্বিতীয় দৃশ্যে মঞ্চের প্ল্যান
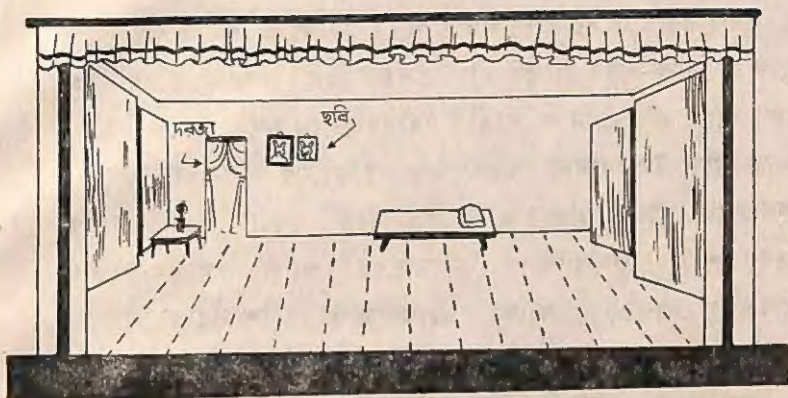
চিত্র—৩

শেষ দৃশ্যে মঞ্চ—সামনে থেকে

চিত্র—৪ চিত্র—৫ চিত্র—৬

চিত্র—৭ চিত্র—৮ চিত্র—৯ চিত্র—১০ চিত্র—১১

রূপ সজ্জা ঃ তোমরা তোমাদের ইচ্ছে মতো কুশীলবদের নতুন করে সাজাতে পার ; আমরা এইভাবে সাজিয়ে ছিলাম—

পুরুষ-খরগোশদের সাদা শর্টস্, পায়ে মোজা ও ক্যাম্বিসের সাদা জুতো। খোকা-খুকুর হাতেও সাদা-মোজা ছিল। দিদার সুবিধামতো সাদা রঙের ফ্রক, মিনি বা শাড়ী। দাদুর চোখে চশমা, হাতে লাঠি ; দিদার হাতে উল-বোনার সরঞ্জাম আর লম্বাকানের সাদা বেল্-বটম্স্। খুকুর হাতে পুতুল, খোকার হাতে ইয়ো-ইয়ো। শেয়াল আর নেকড়ের রঙিন শার্ট, ফুলপ্যান্ট। কাক্কেশ্বরের কালো গাউন-জাতীয় ঢিলে-ঢালা পোশাক। কালো মোজা-জুতো। শিকারীর পোশাক শিকারীর উপযুক্ত।

প্রশ্ন হচ্ছে মুখোশ নিয়ে। মুখোশ যে পরতেই হবে এমন কোন কথা নেই, কিন্তু যদি 'মুখোশ' ব্যবহার করা হয় তাহলে দেখতে হবে তাতে যেন 'মুখশ্রী' ঢাকা না পড়ে! দুটি বিকল্প ব্যবস্থা করা যায়। প্রথম ব্যবস্থা শুধু কানযুক্ত টুপি পরা। যেমন চিত্র ৪, ৫, ৬,— দ্বিতীয়ত, আমরা যেমন বানিয়েছিলাম। চিত্র—৭ থেকে চিত্র—১১।

ছবি দেখে নিশ্চয় বুঝতে পারছ, একমাত্র কাক্কেশ্বর ব্যতীত কেউই মুখোশ ব্যবহার করেনি। যা পরেছে তা মুখোশের টুপি। এদের মনে রাখতে হবে যে, মঞ্চে উপস্থিতিকালে যখন তার পার্ট নেই, অথবা 'অভিনয়' নেই, তখন মুখটা নিচু করে রাখতে হবে, যাতে দর্শকেরা তাদের মাথার উপরের মুখোশটাই দেখতে পায়। তাহলে দর্শক-দলের ছোটরা—যারা এখনো ঐ 'অভি পূর্বক নি-ধাতু অল'-মন্ত্রটা শেখেনি তারা জন্তুদের চেহারাটা ভালো ভাবে দেখতে পায়। যখন

কথা বলবে অথবা নির্বাক অভিনয়-কালে ভয়-পাওয়া, বিরক্ত-হওয়া, হাসি-পাওয়ার অভিব্যক্তি দেখাবে, তখন মুখটা উঁচু করবে। এদের সকলেরই মুখোশে চোখ আঁকা।

ব্যতিক্রম শুধু কাক্কেশ্বর। তার চোখে ফুটো। তার স্বাভাবিক চোখ দুটোই দেখা যাচ্ছে। মুখটাও প্রায় ঢাকা পড়েছে। কাকের মুখোশে চোখ দুটো বড় বড় করে কাটতে হবে, যাতে অভিনয়-কালে তার চোখের অভিব্যক্তি দেখাতে অসুবিধা না হয়। বলা বাহুল্য, রঙ দিতে হবে স্বাভাবিক ভাবে; কাক্কেশ্বরের মুখোশ বানাতে অনেকটা 'চাইনিজ-ইংক' খরচ হবে কিন্তু।

আর একটা কথা—শেয়ালের একটা কান এমনভাবে বানাতে হবে যাতে চট্ করে সেটা খুলে নেওয়া যায়। প্রথম দৃশ্যে শিকারীর গুলির শব্দ হলেই সে কানে যন্ত্রণা হবার অভিনয় করে কানে হাত দেবে, নিজেই কানটা খুলে ফেলবে—ম্যাজিক দেখানোর কায়দায়।

—০—

নাকউঁচু, থুড়ি নাক-নিচু একটি না-মানুষ। এটি 'নামানুষ' সিরিজের তিন নম্বর বই। 'না-মানুষ' বলতে কী বুঝি, তা প্রথম বইতেই বলা হয়েছে—'না-মানুষের পাঁচালীতে'। দ্বিতীয় বইটাতে ছিল না-মানুষ কুলতিলক রাস্কেলের কথা। এবার বলা হয়েছে 'নাকউঁচু কী-ভাবে 'নাক-নিচু' হল।

মূল কাহিনী একটি রাশিয়ান উপকথা। জঙ্গলের কাহিনী—যে জঙ্গলে বাঘ-সিংহ নেই। নেকড়ে খুড়ো হচ্ছে রাজা; আর শেয়াল ভাইপো তার ষড়যাত্রী মন্ত্রী! নেকড়ে শেয়ালের উৎপাত থেকে খরগোশেরা কীভাবে রক্ষা পেল এটাই মূল উপজীব্য। ঐ রাশিয়ান রূপকথাটি অবলম্বনে রাশিয়ানভাষায় একটি কাহিনী লিখেছিলেন সেরগেই মিখলভ্। পরে জেলেজনোভা গল্পটিকে ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। ছবি আঁকেন রাচেভ। ইংরাজি বইটি মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। সেই মূল কাহিনী অবলম্বন করেই এই গল্পটি তৈরী; যদিও অভিনয় উপযোগী করতে বেশ কিছু অদল-বদল করতে হয়েছে। ম্যাগপাই পাখির বদলে এসেছে আমাদের অতিপরিচিত কাক্কেশ্বর কুচকুচে।

এ নাটক মঞ্চস্থ করতে ইচ্ছা থাকলে কারও অনুমতি নিতে হবে না। তবে আমাদের জানিয়ে দিলে আমরা লেখককে খবর দিতে পারি।